CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • ঘোষাই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

CMYK

নির্বাচন
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 July, 2020 ■ আগরতলা, ৭ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ২২ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সোমবার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বলিদান দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ছবি নিজস্ব।

ভারতের কাছে নতি স্বীকার জিপিংয়ের, পিছু হটল লালফৌজ

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি. স.)।। ভারতের কাছে নতিস্বীকার চিনের। পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকা থেকে দুই কিলোমিটার পিছিয়ে গেল লালফৌজ। গালওয়ান ছাড়াও হট স্প্রিং, গোগড়া থেকে নিজেদের সেনা ছাউনি দুই কিলোমিটার সরিয়ে নিয়েছে চিন। যদিও সেনাবাহিনী তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিষয়ে কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি। পুরোটাই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

কারণ চিন যদি সরে গিয়ে পাল্টা অতর্কিতে হামলা চালায় সেই জন্য সতর্ক রয়েছে ভারতীয় সেনা জওয়ানরা।বর্তমানে গালওয়ান উপত্যকাকে বাফার জোন হিসেবে পরিণত করা হয়েছে। যাতে করে আগামী দিনে কোন রকমের সংঘাত দুই তরফের মধ্যে না ঘটে। যেসব অঞ্চল নিয়ে দুই তরফের মধ্যে বিবাদ ছিল সেই অঞ্চল থেকে এক থেকে দুই কিলোমিটার পিছিয়ে গিয়েছে চিন। মনে করা হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে কর্প কমান্ডার পর্যায়ে যে বৈঠক হয়েছিল সেখানে যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছিল তা মেনেই পিছু হটেছে। রবিবার পর্যন্ত ডি এসকালেকশন পর্যায় শুরু করেনি চিন। কিন্তু সোমবার হতেই সেই প্রক্রিয়া তারা শুরু করে দেয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৫ জুন, সোমবার রাতে গালওয়ান উপত্যকায় অতর্কিতে হামলা চালায় চিনা সেনা। পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে ভারত। দুই তরফের তুমুল হাতাহাতিতে শহীদ হন কুড়িজন ভারতীয় সেনা জওয়ান।চিনের ৪৩ জন সেনা মারা যায়। এরপরই দুই তরফের উত্তেজনার পারদ বাড়তে থাকে। কর্প কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠকেও কোন সুরাহা মিলেনি।কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল সেই বৈঠকে যা প্রস্তাব ভারতের তরফে দেওয়া হয়েছিল অবশেষে তা মেনে নিতে বাধ্য হল চিন। আলোচনার পাশাপাশি পূর্ব লাদাখে নিজের শক্তি অনেকটা বাড়িয়েছে ভারত। চিন লাগোয়া সীমান্তে চক্কর কাটছে ভারতের মিগ ২৯, সুখোই ৩০ এমকে আই, জাগুয়ার, মিরাজ ২০০০। পদাতিক সেনাবাহিনীর সুরক্ষার জন্য মোতায়ন করা হয়েছে কমব্যাট শ্রেণীর অ্যাপাচি হেলিকপ্টার। এছাড়াও চিনা ছাউনিগুলিকে লক্ষ্য করে বোফোর্স কামানগুলিকে বসানো হয়েছে।সম্প্রতি পূর্ব লাদাখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।সেখানে তিনি চিনকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তা স্পষ্ট বার্তা ছিল বিস্তারবাদের যুগ এটা নয়। মনে করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর এই কড়া অবস্থানের জেরেই পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে শি জিনপিংয়ের লালফৌজ।

ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সভাপতিত্বে আজ সচিবালয়ে পূর্ত দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুখ্যসচিব মনোজ কুমার উপস্থিত ছিলেন। পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন কাজের পর্যালোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় সড়ক ও অন্যান্য সড়কের মেরামতির ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, মেরামতি সংক্রান্ত ছোট ছোট কাজ অনেক সময় নজরদারীর জন্য সম্পন্ন হয়না। এতে যানবাহন চলাচলে যেমন অসুবিধা হয়, কখনো কখনো দুর্ঘটনা ঘটে। সেদিকে দপ্তরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মেরামতির কাজ দ্রততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

বিল্ডিং সংক্রান্ত কাজগুলির পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অর্ধসমাপ্ত কাজগুলি দ্রততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। সাবমের ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজের অগ্রগতি নিয়েও পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। করোনা ভাইরাস জনিত পরিস্থিতিতে সেতুর কাজ যথাযথভাবে চলছে কিনা কত সংখ্যক শ্রমিক কাজ করছে, এ বিষয়ে নির্মাণ সংস্থার কাছে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় নির্মাণ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ফেনী নদীর উপর সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় জাতীয় সড়ক, পূর্ত দপ্তরের অধীনে থাকা অন্যান্য সড়ক ও সেতু, বিল্ডিং, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার চুড়াইবাড়ি থেকে আগরতলা পর্যন্ত জাতীয় সড়কের বর্তমান অবস্থা, কোন কোন অংশে মেরামতির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, কাজের অগ্রগতি ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। তিনি জানান, আগামী দুই বছরের মধ্যে চুড়াইবাড়ি থেকে আগরতলা পর্যন্ত জাতীয় সড়ক ডাবল লেন স্ট্যাণ্ডার্ড করে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ ও ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স সংক্রান্ত কোন সমস্যা নেই বলেও তিনি জানিয়েছেন। প্রধান সচিব আগরতলা থেকে কুর্তি বীজ পর্যন্ত বিকল্প জাতীয় সড়কের (ভায়া খোয়াই, কমলপুর, কৈলাসহর)

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন আরও ১১২ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হলেন ১৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। রাজ্যে নতুন করে ১১২ জন করোনা সংক্রমিত হয়েছে। এদিন ১২৬০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, আক্রান্ত ১১২ জনের মধ্যে গোমতীর ৪১ জন, খোয়াইয়ের ৪০ জন, পশ্চিম জেলার ১৪ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৯ জন, ধলাই জেলার ৩ জন, দক্ষিণ জেলার ৩ জন এবং উত্তর ও ঊনকোটি জেলার ১ জন করে। অন্যদিকে, এদিন মোট ১৩ জন করোনী রোগী সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

যুব কংগ্রেস ও এনএসইউআইর বিক্ষোভ এসডিপিও অফিসের সামনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। গতকাল সদর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নারায়ণ দত্তকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণদিত ভাবে বিনা কারণে সদর এসডিপিও গ্রেপ্তার করে পশ্চিম থানায় তুলে নিয়ে যায়।

পুলিশের এইহেন আচরণের জন্য ত্রিপুরা প্রদেশ এনএসইউআই ও যুব কংগ্রেসের পক্ষথেকে ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানানোর ২৪ ঘন্টার পরও রাজ্যের স্বরাষ্ট দপ্তরের কোন হেলদোল নেই। আইন শৃঙ্খলার এই চরম অবনতির প্রতিবাদে ও সদর এসডিপিওর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থার দাবিতে আজ যুব কংগ্রেস ও এনএসইউআই এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজস্থানে বিক্রি হওয়া নাবালিকাকে ফিরিয়ে আনতে হাইকোর্টের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরার নাবালিকা রাজস্থানে বিক্রির ঘটনায় উচ্চ আদালতে সুয়োমুটো মামলায় আজ পুনরায় শুনানি হয়েছে। শুনানিতে হাইকোর্ট বলেছে, ওই নাবালিকাকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক যেহেতু ওই নাবালিকা এখন করোনা মুক্ত। এদিন সরকারী আইনজীবী হাইকোর্টকে জানিয়েছেন, সমস্ত আইন মেনে ওই নাবালিকার গর্ভপাত করানো হয়েছে। সেই সাথে ওই নাবালিকাকে যাতে তার পরিবারের লোকজন গ্রহন সেই ব্যাপারে আলোচানা করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে গত ফেব্রুয়ারিতে ত্রিপুরা থেকে রাজস্থান নেওয়া হয়েছিল। তাকে সেখানে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। মে মাসে ওই নাবালিকা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। বিষয়টি কেবল মহিলা কমিশনই নয়, শিশু সুরক্ষা কমিশনেও পৌঁছেছিল। তদন্ত চলাকালীন ওই নাবালিকা ত্রিপুরার বাসিন্দা বলে দাবি করে। তাঁর বাড়ি ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় থানা এলাকায় অবস্থিত বলে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন।

এই ঘটনায় ঊনকোটি জেলা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে ওই নাবালিকার ঠিকানা নিশ্চিত করেছে মান্দাওয়া পুলিশ। নাবালিকাটি পুলিশকে জানিয়েছে, তাকে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। তাই, সে পালিয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি পুলিশ তার শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। তখন তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। গত ১৬ জুন তার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল।

এদিকে, ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন জানিয়েছিলেন, ওই নাবালিকা করোনা আক্রান্ত এবং আড়াই মাসের অন্তঃসত্বা। ফলে, তাকে ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা রয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা-কে রাজু দেবনাথ নামে এক যুবক রাজস্থান নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ দেশে ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৪২৫ জনের, জানাল স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.)।। ভারতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না! কোনও ভাবেই সংক্রমণ ও মৃত্যুতে রাশ টানা যাচ্ছে না। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৭ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৪২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৪,২৪৮ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯,৬৯৩ জন এবং সংক্রমিত ৬,৯৭,৪১৩ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪,২৪,৪৩৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৬,৯৭,৪১৩ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ২,৫৩,২৮৭)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৯,৬৯৩। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪,২৪,৪৩৩ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ১৯,৬৯৩ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ২৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ১৪ জন, বিহারে ৯৫ জনের, চন্ডীগড়ে ৬ জন, ছত্তিশগড়ে ১৪ জন, দিল্লিতে ৩০৬৭ জনের, গোয়া ৭ জন, গুজরাটে ১৯৪৩ জনের, হরিয়ানায় ২৬৫ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১৩২ জনের, ঝাড়খণ্ডে ১৯ জনের, কর্ণাটকে ৩৭২ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২৫ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৬০৮ জন, মহারাষ্ট্রে ৮,৮২২ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৩৬ জনের, পুদুচেরিতে ১২ জন, পঞ্জাবে ১৬৪ জন, রাজস্থানে ৪৫৬ জনের, তামিলনাড়ুতে ১,৫১০ জন, তেলেঙ্গানায় ২৯৫ জন, ত্রিপুরায় একজন, উত্তরাখণ্ডে ৪২ জন, উত্তর প্রদেশে ৭৮৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৭৫৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

করোনা-আক্রান্তের নিরিখে দেশের মধ্যে এগিয়েই রয়েছে মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুব কংগ্রেস ও এনএসইউআই'র উদ্যোগে সদর এসডিপিও অফিস ঘেরাও করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

মিলছে না ছাত্রবৃত্তি অধিকর্তাকে স্মারক বিদ্যার্থী পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। দীর্ঘদিন ধরে স্টাইপেন্ডের বকেয়া টাকা পাচ্ছে না উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা। তাতে সমস্যায় পড়েছে ঐ সব ছাত্রছাত্রীরা। স্টাইপেন্ডের টাকা অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে সোমবার গোর্খাবস্তিতে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশান প্রদান করেছে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উপজাতি সংগঠন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে অবিলম্বে স্টাইপেন্ডের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জোড়ালো দাবি জানান। আধিকারিক এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

উদয়পুরে নাশকতার আগুনে পুড়ল পোল্ট্রি ফার্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। গোমতী জেলার রাজনগর এলাকায় গতকাল রাতে একটি পোল্ট্রি ও শুকরের ফার্মে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তাতে ফার্মটি পুরোপুরি পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। ফার্মের মালিক অভিযোগ করেছেন এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা।

অগ্নিকাণ্ডের ফলে ফার্মের মালিক পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে গেছেন। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ফার্মটি পরিদর্শন করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত মালিককে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আসছেন লোক জনশক্তি পার্টির সুপ্রিমো রামবিলাস পাসওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন এবং পৌর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে লোক জনশক্তি পার্টি। সোমবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে লোক জনশক্তি পার্টির সভাপতি এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের দিনক্ষণ ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের বিগত কার্যকরী কমিটির সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রাজ্যপাল তাতে হস্তক্ষেপ করে একজন আমলাকে প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।

বর্তমানে প্রশাসকের অধীনে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এর কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে বাধ্য

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত ষোলজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চড়িলাম, ৬ জুলাই।। পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে ষোলজন। আহতদের মধ্যে একজন পুলিশ কর্মীও রয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ সদর উত্তরে লক্ষ্মীলুঙ্গা চা বাগান এলাকায় পথ দূর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে ১৩ জন শ্রমিক। তাদেরকে জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ভরতি করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, একটি মিনি ট্রাকে করে শ্রমিকরা লক্ষ্মীলুঙ্গা চা বাগানে যাচ্ছিলেন। চালক দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল। মিনি ট্রাকের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তাতে ঘটে দূর্ঘটনা। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গিয়েছে।

দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক পুলিশ কনস্টেবল। সোমবার দুপুরে কাকড়াবন থানা থেকে ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরার পথে এই দূর্ঘটনা। এই ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় থানাধীন জাঙ্গালিয়া স্থিত বিদ্যুৎ নিগম অফিস এলাকায়। এই কনস্টেবলের নাম প্রদীপ দাস বয়স আনুমানিক (৪০) বাড়ি বিশালগড়ের গকুলনগর এলাকায়। জানাগেছেপ্রণ্যবাহী গাড়ির সাথে সংঘর্ষ ঘটে। বিশালগড় দমকল বিভাগের কর্মীরা ছুটে গিয়ে এই পুলিশ কনস্টেবলকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। সেখান থেকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। দমকল কর্মীরা জানান এই পুলিশ কর্মীর অবস্থা খুবই সংকটজনক।

সোমবার রাত আটটা নাগাদ চড়িলাম পুরান বাড়িস্থিত এলাকায় এক বাইক চালক এক পথচারীকে বাইক দিয়ে ধাক্কামারে।এতে পথচারী প্রান্তোষ চন্দ্র দাস(৪১) গুরুতর ভাবে জখম হয়।বাইক চালক হারু শীল(৪৮)এবং পথাচারী প্রান্তোষ চন্দ্র দাস রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পরে থাকে।জানা গেছে প্রান্তোষ চন্দ্র দাস

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি এলাকার উন্নয়নে আগে সঠিক কর্মসূচি নেওয়া হয়নি ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। এডিসি এলাকার উন্নয়নে আগে সঠিক কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। ফলস্বরূপ অনেক এলাকায় এখনো উন্নয়নের ছোঁয়া সেভাবে লাগেনি। রাজ্যের বর্তমান সরকার এডিসি ভিলেজগুলিতে আধুনিক কমিউনিটি হল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে।

আজ চড়িলাম ব্লকের অন্তর্গত রংমালা এডিসি ভিলেজে হেরমা কমিউনিটি হলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। কমিউনিটি হলগুলি জনজাতি এলাকায় সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা প্রকাশ করেন। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতিদের ঐতিহ্যগত কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষায় সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই লক্ষ্যে একের পর এক উদ্যোগ নেওয়া

হচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর খুব কম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে তা রূপায়ণ করা হচ্ছে। আগামী দিনগুলিতেও সরকারের এই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৬৪ ▫ ৭ জুলাই ২০২০ ইং ▫ ২২ আষাঢ় ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

পাহাড়ে গভীর ষড়যন্ত্র

এডিসি নির্বাচনের দামামা সজোরে বাজিয়া না উঠিলেও রাজ্যে অশান্তির অশনি সংকেত যেন দেখা যাইতেছে। এই মুহূর্তে রাজ্যে জঙ্গী আনাগোনা বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হওয়ার অনেক কারণ আছে। খোয়াইয়ের চাম্পাহাওয়র থানা এলাকা হইতে দুই এনএলএফটি জঙ্গী আটক করাা হয়। দুই জঙ্গীর একজন দেওয়ান চৌধুরী পাড়ায়, অপরজনের বাড়ী নাইল্লা বাড়ি এলাকায়। প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে, বেশ কিছুদিন ধরিয়া তুলাশিখর এলাকায় ব্যবসায়ীদের চাঁদার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। সেই সূত্র ধরিয়া পুলিশ তদন্তে নামে। এই তদন্তক্রমে পুলিশ দুইজনকে আটক করে শনিবার গভীর রাতে। রবিবার তাহাদের একদিনের পুলিশ রিমান্ডের আর্জি জানাইয়া কোর্টে সোপর্দ করা হয়। জানা গিয়াছে, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেই ছড়াইয়া ছিটাইয়া আছে ঘাতক লুটেরা বাহিনী। এডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে গ্রাম পাহাড়ে জঙ্গী আনাগোনা বৃদ্ধিতে জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। ১৯৯৩ সাল হইতে ২০০৬ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ দিন ত্রিপুরার বুকে সন্ত্রাস, হামলা, লুটপাট, অপহরণ গৃহদাহ ও হত্যার বিভিষিকা কায়েম করিয়াছিল দুইটি বৈরী সংগঠন। ১৯৭৮ সালে এ রাজ্যে বামফ্রন্টের ক্ষমতায় অভিষেকের পরই যেন রাজ্যে ঘৃতাহুতি হয়। তখনই শুরু হয় উপজাতি উগ্রপন্থীদের বাড়বাড়ন্ত। উপজাতি রাজনীতির নির্মম পরিণতি হইল উগ্রপন্থীর বাড়বাড়ন্ত। সেদিন, উগ্রপন্থায় উৎসাহ যুগাইয়াছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী। তখন তিনি সদর্পে বলিয়াছিলেন আমি যদি উপজাতি হইতাম তাহা হইলে উগ্রপন্থায় যোগ দিতাম। তখন রাজ্যের অবিসংবাদিত উপজাতি নেতা দশরথ দেব। দশরথ দেবকে প্রকৃত পক্ষে ঘায়েল করিতেই নৃপেণ চক্রবর্তী উগ্রপন্থায় যোগদানের বহু বিতর্কীত আওয়াজ তুলিয়াছিলেন। তাহারই পরিণতিতেই বামফ্রন্টের ক্ষমতারোহানের তিন বছরের মাথায় ১৯৮০ সালের জুন মাসে রাজ্যে নজীরবিহীন ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গা হয়। তখনই জঙ্গলে ঠাঁই নেন টিএনভি উগ্রপন্থী দলের মহানায়ক বিজয় রাঙ্খল। সেই শুরু, রাজ্য জুড়িয়া উগ্রপন্থার নগ্ন আস্ফালন মানুষ দেখিয়াছে। রক্তে ভাসিয়াছে ত্রিপুরা। আশি সালের দাঙ্গায় শত শত মানুষ খুন হন। গোটা রাজ্য জুড়িয়া শুধু রক্তের বিভিষিকা। ১৯৮৮ সালে বামফ্রন্টের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর টিএনভি প্রধান বিজয় রাঙ্খল দিল্লীতে এক চুক্তির মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন আত্মসমর্পণ করেন। অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা না পাইলেও চুক্তি মোতাবেক বহু উগ্রপন্থী ব্যাপক পূণর্বাসন হয়। অনেক সুযোগ সুবিধা আদায় করিয়া নেয় রাঙ্খলরা। শত শত মানুষ খুন অপহরণ হয়। উগ্রপন্থীদের হাতে নিহতরা কোন দলের তাহা নিয়া শকুনের টানাটানিও রাজ্যে মানুষ দেখিয়াছে। মৃতদেহ নিয়া টানা হ্যাচরাায় সেই ক্লেদাক্ত ইতিহাস আজও রাজ্যের মানুষকে শিহরিত করে। অতীতে এডিসি দখলের নেপথ্যে উগ্রপন্থীরা কাজ করিয়াছে। অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলী হেলনে এক সময় চলিত এডিসি। সেই রক্তাক্ত, ভয়াল দিন যাহাতে ফিরিয়া না আসে তাহাই রাজ্যবাসীর একমাত্র কামনা।

১৯৯৩ সালে বামফ্রন্টের পুণরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের পরই উগ্রপন্থীদের থাবা বিস্তৃত হয়। ২০০৬ সাল পর্য্যন্ত বৈরীরা দাপাইয়া বেড়াইয়া মানুষের রক্তপান করিতে থাকে। বামফ্রন্ট সরকার তখন কঠোর হাতে বৈরী মোকাবেলা কারণে উগ্রপন্থা স্তিমিত হইয়া আসে। তবে, ত্রিপুরায় উগ্রপন্থা দমনের পিছনে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা ছিল তখন উল্লেখযোগ্য। সেই সময় হাসিনা সরকার বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতের উগ্রপন্থী ঘাঁটি গুলি গুড়াইয়া দেয়। ফলে, ত্রিপুরায় তাহাদের অভিযান মুখ থুবরাইয়া পড়ে। ব্যাপক হারে গণহত্যা চালাইয়া উপজাতি জঙ্গীরা যে ইতিহাস রাখিয়াছে সেখানে মানুষ তাহাদের ক্ষমা করিবে না। উগ্রপন্থীদের সঙ্গে গভীর সখ্যতা যেসব দল চালাইয়াছে সেগুলি তো প্রকৃতপক্ষে মুছিয়া গিয়াছে। ত্রিপুরায় দীর্ঘ উগ্রপন্থার ইতিহাস তো রক্ত ঝরানো, লুটপাটের ইতিহাস। শিক্ষা, উন্নয়ন সর্বক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে পিছাইয়া দিয়াছে এই উগ্রপন্থা। উগ্রপন্থার অবসানে ত্রিপুরায় নতুন প্রাণের পরশ পাইয়াছিল। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের বন্দীদশা কাটাইয়াছিল। উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। কিন্তু, আবার সেই উগ্রপন্থার রাজনীতি আমদানির অর্থই হইল নৈরাজ্যকে আমন্ত্রণ জানানো। রাজ্যের বিজেপি জোট সরকারকে এ বিষয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হইবে। সরকারের ঢিলেঢালা নীতি পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তুলিতে পারে। গোপনে পাহাড়ে কোন্ খেলা চলিতেছে তাহাও তো আজ বড় প্রশ্নে হইয়া দেখা দিয়াছে। তবে, উগ্রপন্থাকে কাজে লাগাইয়া এডিসি ভোটে জয়ের ভাবনা এখন করা মুশকিল। এক সময় বন্দুকের মুখে এডিসি ভোট হইয়াছিল। ক্ষমতায় যাহারা বসিয়াছিলেন তাহাদের মাথার উপর ছিল উগ্রপন্থার বন্দুক। অদৃশ্য শক্তি এডিসি চালাইতে শেষ পর্যন্ত উগ্রপন্থার হাতে কার্যত খত দেওয়া মুখ্য নির্বাহী সদস্য সহ সব নির্বাহী সদস্যরাই গণইস্তফা দিয়া এডিসি হইতে বিদায় নেন। সেই দিনের সম্ভাবনা কি আছে? তলে তলে সেই পরিকল্পনা চলিতেছে কিনা কে জানে। তবে, বন্দুকের মুখে এডিসি ভোট হইবে না এমন বলা যাইবে না। সুতরাং গভীর সতর্ক না হইলে এডিসি এলাকার মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারে।

অর্জুন সিংয়ের উপর হামলা, প্রতিবাদে বারাকপুরে পথ অবরোধ বিজেপির

বারাকপুর, ৫ জুলাই (হি. স.): দলীয় সাংসদ অর্জুন সিংয়ের উপর হামলা ও তাঁর গাড়ি ভাঙচুরের প্রতিবাদে পথ অবরোধে শামিল হলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা । সোমবার বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সর্বত্র পথ অবরোধ করা হয় । তার জেরে আজ সকাল থেকে বারাকপুর-কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার ভার্চুয়াল সভার প্রস্তুতি ঘিরে রবিবার রাতে উত্তাল হয়ে ওঠে উত্তর ২৪ পরগণার ভাটপাড়া সংলগ্ন বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের হালিশহর। এলাকায় চলে গুলি-বোমা। হামলার মুখে পড়লেন বারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর গাড়িটি ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়েছে। রবিবার রাতে কম করে ১৫ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। বেশ কয়েকটি বোমাও ছোড়া হয়। সংঘর্ষের খবর পেয়েছেই ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ছুটে আসেন বারাকপুরের যুগ্ম কমিশনার অজয় ঠাকুর। অভিযোগের তির সরাসরি শাসকদলের দিকে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁদের পার্টি অফিস ভাঙচুর করে তিনটি মোটরবাইকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। সোমবার সকালেও এলাকা থমথমে। দলীয় সাংসদ অর্জুন সিংয়ের উপর হামলা ও তাঁর গাড়ি ভাঙচুরের প্রতিবাদে এদিন পথ অবরোধে শামিল হলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা । বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সর্বত্র পথ অবরোধ করা হয়। তার জেরে আজ সকাল থেকে বারাকপুর-কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। বিজেপি সমর্থকরা শ্যামনগর, বাসুদেবপুর মোড়, আতপুর, কাঁকিনাড়ার পানপুর মোড় অবরোধ করেন। পথঘাট স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় পুলিশ এসে অবরোধ তোলার চেষ্টা করে। তবে বিভিন্ন এলাকায় এখনও বিজেপি সমর্থকদের অবরোধ চলছে ।

মৃত্যু আরও ১৩৫ জনের, রাশিয়ায় করোনায় মৃত বেড়ে ১০,২৯৬

মস্কো, ৬ জুলাই (হি.স.): রাশিয়ায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বেড়েই চলেছে, মৃত্যুর পাশাপাশি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে রাশিয়ায়, নতুন করে ১৩৫ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১০,২৯৬।

সোমবার রাশিয়ায় স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাশিয়ায় নতুন করে ১৩৫ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১০,২৯৬-তে পৌঁছেছে। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারা দিনে) আক্রান্ত হয়েছেন ৬, ৬১১ জন। ফলে প্রাণঘাতী ভাইরাসে মোট ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮৬২ জন সংক্রমিত হয়েছেন রাশিয়ায়।

জ্বালানিতে আগুন, পুড়ছে আম-আদমি

দীপক সাহা

একে করোনা ভাইরাসের রক্তচক্ষুর কারণে দুর্বিষহ কোটি কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন অথবা মজুরি পাচ্ছেন না, স্বাস্থ্যব্যবস্থা সঙ্কটে, তারমধ্যেই আনলক হতে না হতেই অর্থনৈতিক সঙ্কটে ঘি ঢালছে পেট্রোল ডিজেলের অগ্নিমূল্য। গত তিন সপ্তাহের বেসি সময় ধরে প্রায় একটানা পেট্রোল ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে। জ্বালানির দাম বৃদ্ধির বেড়েছে পরিবহণের খরচ। তার ছেঁকা লেগেছে কাঁচাবজারেও। ফলমূল থেকে শাকসব্জি, মাছ, মাংস সবকিছুর দামই গত দু'আড়াই সপ্তাহে অন্ত কুড়ি ত্রিশ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। বেড়েছে কৃষি উৎপাদনের খরও। কৃষকের মাথায় হাত। লকডাউনে ট্রেন নেই। পেট্রোল ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে রাস্তায় বাস উধাও। এদিকে জ্বালানি তেলের দাম না কমালে আগস্ট মাস থেকে ই অনির্দিষ্টকালের জন্য এবার ট্রাক ধর্মঘটের ডাক। যদি ট্রাক বন্ধ হয়ে যায় তাহলে জিনিসপত্রের দাম চলে যেতে পারে হাতের বাইরে। সাধারণ মানুষ বলির পাঁঠা।

সাধারণভাবে পেট্রোল ডিজেলের দাম নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর। কোনও কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড অয়েলের দাম বৃদ্ধি পেলে স্বাভাবিকভাবেই পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পায়। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে গত দু'তিন মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের চাহিদা তলানিতে। আন্তর্জাতিক বাজারে এখন অপরিশোধিত তেলের দাম খুবই কম। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা করে। ভারত কেবলমাত্র অপরিশোধিত তেলই আমদানি করে। বিগত তিনি সপ্তাহে এক ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের সর্বোচ্চ দাম ভারতীয় মূদ্রায় তিনহাজার একশো নিরানব্বই টাকা (৪২.২৯ ডলার) হয়েছিল। এক ব্যারেল মানে একশো উনষাট লিটার। অর্থাৎ এক লিটার অপরিশোধিত তেলের সর্বোচ্চ দাম বিগত তিন সপ্তাহে হয়েছিল মাত্র কুড়ি টাকা বারো পয়সা। এক লিটার অপরিশোধিত তেল থেকে কার্যত এক লিটারের বেশি মূল্যের পেট্রোল ডিজেল এবং উপজাত দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। পেট্রোল বা ডিজেল পরিশোধনের পর যেটা পড়ে থাকে তার মূল্য পেট্রোল ডিজেলের চেয়ে কম নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই বেশি। সেগুলো দিয়ে অন্যান্য অনেক মূল্যবান উপজাত সামগ্রি তৈরি হয়। তাই এক লিটার পেট্রোলের দাম পাওয়া যায় পরিশোধনের পর।

পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য ভারতে ২০১৭ সাল থেকে তেল শোধনাগার কোম্পানিগুলি পেট্রোল দশ শতাংশ ইথানল মেশায় যা বাজারে কিনলে প্রতি টিলার তেতাল্লিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ দশ লিটার পেট্রোল কিনলে তার মধ্যে এক লিটার ইথানল থাকে। তেতাল্লিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা মূল্যের ইথানল কিন্তু একাশি টাকা বিরাশি টাকা মূল্যেই বিক্রি হয়। অর্থাৎ আটত্রিশ টাকা সাত পয়সা প্রতিলিটার পেট্রোল অতিরিক্ত মুনাফা করছে তেল শোধনাগার কোম্পানিগুলি শুধুমাত্র ইথানল ব্যবহার করার কারণে। হিসাব করুন মুকেশ আম্বানির তেল শোধনাগার কোম্পানির মুনাফা শুধুমাত্র এই কারণে কত বেড়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিও পেট্রোপণ্যে দেশগুলির পেট্রোল ডিজেলের দাম ভারতে থেকে অনেক কম। পাকিস্তানে পেট্রোল ডিজেলের দাম যথাক্রমে ছত্রিশ টাকা একানব্বাই পয়সা, ছত্রিশ টাকা একান্ন পয়সা। নেপালের ষাট টাকা ও তিপান্ন টাকা একান্ন পয়সা। শ্রীলঙ্কায় পঞ্চাশ টাকা উনষাট পয়সা ও বিয়াল্লিশ টাকা সাতাশ পয়সা। চিনে তেষট্টি টাকা বারো পয়সা ও চুয়ান্ন টাকা চব্বিশ পয়সা। ভারতে একাশি টাকা তেতাল্লিশ পয়সা ও আশি টাকা তিপান্ন পয়সা।

পেট্রোল ডিজেলের এই ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধির কারণ মূলত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির চাপানো বিপুল করের বোঝা। এক ঝলক চোখ বুলিয়ে দেখা যাক, অপরিশোধিত তেল কুড়ি টাকা বারো পয়সা, পরিশোধন, পরিবহণ ব্যয়-সাড়ে চার টাকা থেকে ছয় টাকা,পেট্রোল পাম্পের কমিশন তিন টাকা ষাট পয়সা ও দুই টাকা তিপান্ন পয়সা। কেন্দ্রে কর চৌত্রিশ টাকা ছাপান্ন পয়সা ও উনত্রিশ টাকা আটত্রিশ পয়সা। রাজ্যের কর উনিশ টাকা চার পয়সা ও সতেরো টাকা উনচল্লিশ পয়সা।

একাশি টাকা বিরাশি পয়সা পেট্রোলে কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই সরকার মিলিয়ে তিপান্ন টাকা ষাট পয়সা কর নেয়। এক লিটার ডিজেলের ক্ষেত্রে কর ছেচল্লিশ টাকা সাতাত্তর পয়সা। পেট্রোপণ্যে উচ্চহারে কর চাপানোর প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই অতীতের সব রেকর্ড অতিক্রম করেছে।

গত ৬ মে লকডাউন পর্বে কেন্দ্রীয় সরকার করোনা ফান্ড তৈরির লক্ষ্যে পেট্রোপণ্যে ভারি শুল্ক চাপায়। পেট্রোলেরও ডিজেলের ক্ষেত্রে লিটারপিছু যথাক্রমে তেরো টাকা ও দশ টাকা অন্তঃশুল্ক চাপানো হয়। এর ফলে সেই সময়েই এক লাফে অনেকটাই বৃদ্ধি পায় দাম। আর তার জেরে এখন জ্বালানি তেলের উপর উনসত্তর শতাংশ শুল্ক গুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। যা বিশ্বের হিসাবে কেকর্ড। পরিসংখ্যান বলছে গত মার্চ থেকে টানা বিরাশি দিন জ্বালানির দাম ঘোষণা বন্ধ রাখে কেন্দ্র। কিন্তু সেই দাম এখন বাড়ছে কেন? লকডাউন চলাকালীন হঠাৎ দাম বৃদ্ধি করতে শুরু করলে সমস্যার সৃষ্টি হত।

কারণ সেই সময়ে বাজারে টাকার অভাব তো ছিলই, পাশাপাশি কেবলমাত্র এমার্জেন্সি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহকারী যান চলাচল করছিল। ফলে সেই সময়ে ভারতে ব্যবসা কার তেল সংস্থাগুলি কেন্দ্রকে শুল্ক দিলেও বিক্রি করার ক্ষেত্রে তেলের দাম বৃদ্ধির অনুমতি পায়নি। এরপর আনলক ওয়ান পর্ব থেকে নতুন করে তেলের দাম ঘোষণা শুরু হতেই ফের চড়তে শুরু করেছে দাম। রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যাও এখন বেশি। এখন ধাপে ধাপে তাই দামবৃদ্ধির করে সেই শুল্কের ঘাটতি মেটানো হচ্ছে। অর্থাৎ পেট্রোলের আজকের তারিখে দাম বাইশ টাকার আশেপাশে হলেও, কেন্দ্রে চাপানো আমদানি ও উৎপাদন শুল্কই প্রায় তেত্রিশ টাকা। তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যের শুল্ক ও ডিলারের কমিশন। ফলে দাম বেড়ে দাঁড়াচ্ছে প্রতি লিটার আটাত্তর চাকা থেকে একাশি চাকার আশোপাশে। সাধারণ মানুষের পকেট গড়ের মাঠ হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে লকডাউনে কেরবার সাধারণ মানুষের বোঝার উপর শাকের আটি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গলার স্বর চড়াতে শুরু করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। সাধারণ মানুষের দুঃখে কুমিরের কান্না কাঁদলেও পেট্রোল-ডিজেলকে জিএসটির আওতায় আনার দাবি মুখও আনছে না কেউ। সরকারের এবার পেট্রোল ডিজেলকে জিএসটির আওতায় আনা উচিত, যাতে প্রকৃতি অর্থেই সাধারণ মানুষকে খানকটা স্বস্তি দেওয়া যায়। পেট্রোল ডিজেলকে জিএসটির আওতায় আনলে এবং ওই দুই জ্বালানির উপর সর্বোচ্চ আঠাশ শতাংশ কর ধার্য করা হলেও দাম এখনকার তুলনায় অর্ধেক হয়ে যাবে। অথচ জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে সেই দাবি কোনও রাজ্য সরকার তুলছে না। কারণ, পেট্রোল ডিজেল জিএসটিতে এলে রাজ্যগুলির রাজস্ব আয়ও যে অনেকটাই কমে যাবে। যেটা কোনও রাজ্যই চাইছে না, বিশেষ করে করোনা লকডাউন পরিস্থিতিতে তাদের রাজস্ব আয় যখন একেবারে তলানিতে নেমে গিয়েছে।

লিটার প্রতি পেট্রোল তৈরি করতে ইন্ডিয়ান অয়েলের যা খরচ (মুনাফা ধরে) তার সাড়ে তিনগুণ দামে পেট্রোল পাম্প থেকে পেট্রোল কিনতে হচ্ছে। এই ছবি সব রাজ্যে প্রায় একই। পেট্রোল ডিজেলের দামবৃদ্ধিতে পুড়ছে আম আদমি, আর তার সেঁকছে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি। ২০১০ সালের জুন মাসে যখন ইউপিএ সরকার পেট্রোলের দাম সরকারি নিয়ন্ত্রণুক্ত করে এবং ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে ক্ষমতাসীন এনডিএ সরকার যখন ডিজেলের দাম সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে ওই দুই পদক্ষেপের একটিই উদ্দেশ্য ছিল পেট্রোল ডিজেলের দাম বাজার নির্ভর কার অর্থাৎ বাজারের চাহিদা যোগান অনুযায়ী দাম স্থির হওয়া । কিন্তু সেটা কখনই বাস্তবায়িত হয়নি। যখনই সরকারের রাজকোষে টান পড়েছে, পেট্রোল ডিজেলের উৎপাদন শুল্ক অথবা ভ্যাট বিক্রয় কর বাড়িয়ে রাজস্ব আদায় বাড়ানো হয়েছে। করোনা আবহে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থায় সেই একই পথে হাঁটা। বিনিয়ন্ত্রের অর্থ কবল অভিধানেই থেকে গিয়েছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দলাই লামা ঃ 'নির্বাসনের একজন ঈশ্বর'

ড. রতন ভট্টাচার্য

জীবিত মানুষ হিসাবে আমাদের অবশ্যই ভবিষ্যতের প্রজন্মকে বিবেচনা করতে হবে। একটি পরিষ্কার পরিবেশ অন্য মানুষের মতো একটি মানবাধিকার। অতএব আমরা যে পৃথিবীটি পার করি তার চেয়ে আমরা যে পৃথিবীটি পেয়েছিল তার চেয়ে স্বাস্থ্যবান, যদি স্বাস্থ্যবান না হয় তবে তা নিশ্চিত করা অন্যের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার একটি অংশ বলেছিলেন তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দলাই লামা।

তিব্বতের এই আধ্যাত্মিক নেতাকে নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। ভারতীয় ফটোসাংবাদিক রঘু রাই-এর 'অ্যা গড ইউ এক্সাইল'-বা নির্বাসনে একজন ঈশ্বর' নামক একটি বইতে তিনি অনেকটা নজিরবিহীন ভাবে তুলে ধরেছিলেন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একজন আধ্যাত্মিক নেতার জীবন। লোকচক্ষুর অন্তরালে কিভাবে কাটে দলাই লামার সময় কিংবা ঘরে বাইরে কি করে সময় কাটান তিনি তার সবকিছুই। অ্যা গড ইন এক্সাইল-বা নির্বাসনে একজন ঈশ্বর নামক এই বইতে আসলে ফটোসাংবাদিকের অন্তদৃষ্টিতে দেখা দালাই লামার প্রতিফলন। রাঘু রাই তিব্বতের এই ধর্মীয় নেতার ছবি প্রথম তুলেছিলেন ১৯৭৫ সালে। সে ঘটনার স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেছিলেন, 'কিভাবে যেন আমি তাঁর (দলাই লামা) সাথে দৃষ্টি বিনিময়ের সুযোগ করে ফেললাম এবং তাকে বললাম যে তাঁর কিছু ছবি তুলতে পারি কি-না। তিনি হাসলেন এবং বললেন, হ্যাঁ।

৬০ বছর আগে এই মার্চেই রাতের জমাট অন্ধকারে লাল ফৌজের লাল চক্ষু এড়িয়ে পথে নেমে পড়েছিলেন তিনি। অচেনা, অজানা রুটে। কপালে কী লেখা রয়েছে, তা না জেনেই। সঙ্গে ছিলেন বৃদ্ধা মা, বোন, ছোট ভাই আর তাঁর কয়েক জন অফিসার। দলাই লামা তিব্বতের আধ্যাত্মিক প্রধান। শাসনতন্ত্রে শীর্ষ পদাধিকারী। তিব্বতি বিশ্বাসানুসারে দলাই লামা করুণাময় বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার। ইনি তিব্বতে রাজকীয় মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব। তিব্বতের লা সা শহরে অবস্থিত বিলাস বহুল পোতালা প্রাসাদে দলাই লামা বসবাস করেন। বর্তমান চতুর্দশ দলাই লামা হলেন তেনজিন গিয়াতসো। 'দালাইলামা' পৃথিবীর ছাদে থাকা এককালের নিষিদ্ধ রাজ্য তিব্বতের ধর্মগুরুর পদবী। তিব্বত বৌদ্ধধর্মের 'গেলুগ' নামের যে শাখাটি প্রচলিত আছে, তার প্রধান ধর্মগুরুকে দলাই লামা নামে অভিহিত করা হয়। মোঙ্গলীয় ভাষায় 'দলাই' শব্দের অর্থ সমুদ্র আর সংস্কৃত 'লামা' শব্দের অর্থ গুরু বা আধ্যাত্মিক শিক্ষক। অর্থাৎ দলাই লামা শব্দটির পূর্ণ অর্থ দাঁড়ায় এমন এক শিক্ষক যার জ্ঞান বা আধ্যাত্মিকতা সমুদ্রের মতোই গভীর। অন্যদিকে দালাই লামাদের নামের সাথে গিয়াৎসু শব্দটি যুক্ত থাকে। যেমন বর্তমান দালাই লামার নাম তেনজিন গিয়াৎসু। তিব্বতীয় ভাষায় এই 'গিয়াৎসু' শব্দের অর্থও সমুদ্র। যে শব্দটি আসলে দালাই লামার সাথে অনেকটাই সমার্থক।

বন্দুকের মুখে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে তিব্বতকে গায়ের জোরে তার দখলে নিয়ে এসেছিল চিন। সেটা ছিল ১৯৫৯ সালের ২১ মার্চ। কিন্তু কর্তৃক তিব্বত অধিগৃহীত হওয়ার পর কিছু অনুগামীসহ গোপনে তিব্বতে তাঁর প্রাসাদ ছেড়ে দেশত্যাগ করে পথে নেমে পড়া ছাড়া আর কোনও পথই খোলা ছিল না ধর্মগুরু চতুর্দশ দলাই লামার সামনে। বৌদ্ধ ধর্মাবলাম্বী স্বাধীন তিব্বতে লাল ফৌজ ঢুকিয়ে দিয়েছিল চিন। শুরু হয়েছিল অত্যাচার। নির্যাতন। তিব্বতের দখল নেওয়ার জন্য। লাল ফৌজকে রুখতে সে দিন গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দলাই লামা। তাই তিনি টার্গেট হয়ে উঠেছিলেন চিনের। মার্চের সেই

রাতেই পথে নেমে না পড়লে লাল ফৌজের হাতেই প্রাণ হারাতে হত তাঁকে। হয়তো তাঁর পরিবারের সদস্যরাও রেহাই পেতেন না। সেই রাতে লাল সেনার পোশাক পরে পথে নেমেছিলেন দলাই লামা। তার পর মা, ভাই, বোন আর জনাকয়েক অনুগামী নিয়ে তাঁর দু-দিন দু-রাত কেটেছিল অচেনা, অজমানা পথে। কখনও পায়ে হেঁটে। কখনও বা ঘোড়ার পিঠে। আর ছিল ক'টা খচ্চর। যাদের পিঠে চাপানো ছিল এক মাসের মতো জল, খাবারদাবার, আনুষঙ্গিক আরও কিছু। যাচ্ছেন কোথায়, জানা ছিল। ভারত। কিন্তু কোন পথে যাবেন, কোন পথে গেলে এড়াতে পারবেন লাল ফৌজের কড়া নজর , জানা ছিল না। তাই খানিকটা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হয়েছিল তাঁদের। হাঁটতে হাঁটতে পথে পড়ল ব্রহ্মপুত্র নদ। এ পার থেকে ও পারের দূরত্ব যার দেড় হাজার ফুট। সেই ব্রহ্মপুত্র তাঁরা সেই রাতের অন্ধকারে পেরিয়েছিলেন তিব্বতি গরুর চামড়া দিয়ে বানানো ছোট্ট একটি নৌকায়। ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে আবার অনেকটা দুর্গম পাহাড়ি পথ। হিমালয় হাঁটা ছাড়া যা পেরনো সম্ভব নয়। সেই পথে কখনও হেঁটে, কখনও পাহাড় ধরে উঠে নেমে তাঁর মা, ভাই, বোন আর অনুগামীদের নিয়ে লামা শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন ভারত ভূকণ্ডে। তত দিনে দলাই লামা ঢুকে পড়েছেন ভারত ভূখণ্ডে। ভারত তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিল এপ্রিলের ৩ তারিখে। তাঁর নির্বাচিত সরকারকে জায়গা দিল হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায়। তারপর সেখান থেকেই তিব্বতে মুক্ত করার দাবিতে চিন বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করেছেন দলাই। "আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে, সত্যই আমাদের একমাত্র অস্ত্র" বিশ্বাস করতেন তিনি যার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৮৯ সালে দলাই লামা পান নোবেল শান্তি পুরস্কার।

তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসবিদদের মতে আভালোকিতোসাভ্রা নামক যুদ্ধের এক অনুসারী ছিলেন, যিনি হিমালয়ের পাদদেশের মানুষকে বুদ্ধের শিকার আলো পৌঁছে দেবেন বলে বুদ্ধকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তার অনুসারীরাই পরবর্তীতে তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতের লামায় এসে বৌদ্ধ শিক্ষাকেও প্রতিষ্ঠা করেন। এর শিক্ষকেরা 'লামা' নামে পরিচিত ছিলেন। লামাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে প্রবীন তার হাতেই শিক্ষাকেন্দ্রে সকল দায়িত্বভার অর্পিত থাকতো। কোনো নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, বরং একজন দলাইলামার মৃত্যুর পর এত আশ্চার্য প্রথা অনুসরণ করে খুঁজে বের করা হয় আরেকজন লগাইলামাকে। তিব্বতের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত ১৪ জন দলাই লামাকে খুঁজে বের করা হয়েছে। তিব্বতের বৌদ্ধ 'গেলুগ' শাখার বিশ্বাস অনুসারে দালাই লামা একবার দেহত্যাগ করলেও তাদের বার বার জন্ম হয়। পৃথিবীর অনাগত মানুষকে যুদ্ধের শিক্ষার আলোয় আলেকিত করতেই তার এই পুনর্জন্ম। তাই একজন দলাই লামার মৃত্যুর সাথে সাথে তিব্বতের প্রধান লামারা একত্র হয়ে খোঁজ শুরু করেন নতুন দালাই লামারূপী শিশুকে। মূলত তিনটি প্রক্রিয়ায় খুঁজে বের কার শিশু দালাই লামাকে। এক প্রধান লামাদের স্বপ্নপ্রাপ্ত আদেশ দুই, ধোঁয়ার গতিপথ অনুসরণ করা পূর্ববর্তী দালাই লামার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার সময় যে ধোঁয়া নির্গত হয়স লামারা তার গতিপথ অনুসরণ করেন। সেই ধোয়ার গতিপথ অনুসরণ করে বাড়ি বাড়ি ঘিরে নতুন জন্ম নেয় তিনি ৫,৩০০ মিটার উচ্চাতায় অবস্থিত ২ বর্গ কিলোমিটারের নামও লা-সো' নামক এক পাহাড়ঘোরা সরোবরের পারে ধ্যান করে শিশুদের মধ্যে দলাই লামাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন তাঁরা। ১৯৩৫ সালের এভাবেই ১৩ তম দালাই লামার মৃত্যুরক পর তার পরবর্তী তেনজিন গিয়াৎসুকে খুঁজে বের করতে চার বছর ধ্যানরত ছিলেন প্রধান লামারা। তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম অনুসারীদের মতে এই সরোবরের দেবী পালদেন লামো প্রথম দালাই লামাকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি লাগাই লামাদের পুনর্জন্মের ধারাকে অব্যাহত রাখবেন । তাই প্রধান লামারা শিশু দালাই লামার ব্যাপারে কোনোরূপ ইঙ্গিত পাওয়ার আগ পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন শেই ধ্যান। ৪ বছরের মাথায় লামারা তার ব্যাপারে অবহিত হয়ে তাকে খুঁদে বের করেন। শিশু দলাই লামাকে খুঁজে বের করার পর তার সামনে অন্যান্য জিনিসের সাথে পুর্ববর্তী দলাই লামার ব্যবহৃত কিছু জিনিস উপস্থাপন করা হয়। যদি সেই শিশু পূর্ববর্তী দালাইলামার ব্যবহৃত কোনো জিনিস বাচাই করে, তাবেই তা পরবর্তী দালাই লামা হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে দালাই লামার এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র তিব্বতেই সীমাবদ্ধ।

দলাই লামার সাথে জড়িয়ে আছে তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মের উত্থানের ইতিহাস। রাজা নামরি সংজেনের হাত ধরে তিব্বত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় সপ্তম শতাব্দীতে। সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীতে সংজেন এর বংশধরেরা প্রতিবেশী চিন সাম্রাজ্যের সাথে পাল্লা দিয়ে আয়তন বাড়াতে থাকে। নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি মধ্য এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এই তিব্বত রাজ্য। প্রতিবেশী চিনের সাথেও বাড়তে থাকে সংঘর্ষ। তাই ৮২২ খ্রিস্টাব্দে তিব্বত চিনের সাথে সীমান্ত সংঘাত এড়াতে শান্তিচুক্তি করে। পঞ্চম শতাব্দীতে প্রথম তিব্বতে বৌদ্ধধর্মপ্রচার শুরু হয়। রাজকীয় পৃষ্ঠাপোষকতায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রাচার শুরু হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সোমবার শ্যামাপ্রসাদের বলিদান দিবসে বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক দাস ও সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্য পুলিশে বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা, উদ্বিগ্ন অসমের পুলিশ-প্রধান

গুয়াহাটি, ৬ জুলাই (হি.স.) : খুবই জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে রাজ্য পুলিশের। ইতিমধ্যে গুয়াহাটি সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় অফিসার-কর্মচারী-কনস্টেবল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ইতিমধ্যে সোমবার পর্যন্ত অসম পুলিশের মোট ২২০ জন কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছেন। তবে তাঁদের মধ্যে ৩৮ জন আরোগ্য লাভ করেছেন। জনতাকে সুরক্ষা দিতে জনতার মধ্যে অবস্থান করে তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে। তাই সংক্রমণ হচ্ছে। বলেছেন রাজ্যের পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত। করোনায় আক্রান্ত পুলিশকর্মীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

আজ রাজ্য পুলিশের সদর দফতরে আয়োজিত সাবাদিক সম্মেলনে এছাড়া তিনি কারাবন্দি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির প্রধান অখিল গগৈ সম্পর্কেও তথ্য দিয়েছেন। বলেন, অখিল গগৈ যদি অসুস্থ হয়ে থাকেন, তা হলে অবশ্যই তাঁর সুচিকিৎসা হবে। এজন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

ফের করোনা প্রসঙ্গে গিয়ে পুলিশ-প্রধান ভাস্করমহন্ত বলেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণের মোকাবিলা করতে অসম পুলিশ গুচ্ছ ব্যবস্থাপনা হাতে নিয়েছে। বলেন, করোনা আক্রান্তদের সঙ্গে দিনে দুবার ফোন করে তাঁদের সুবিধা-অসুবিধাবলির খবরাখবর নেওয়া হচ্ছে। এজন্য একটি হেল্পডেস্ক প্রস্তুত করে তার মাধ্যমে আক্রান্ত পুলিশকর্মীদের পরিবারবর্গেরও প্রতিদিন খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন তাঁরা।

তাছাড়া পুলিশের মনোবল বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। অন্যদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পুলিশ-প্রধান মহন্ত বলেন, খানাপাড়ার কোভিড কেয়ার সেন্টারে একটি ইউনিট কেবল পুলিশের লোকজনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, করোনার সঙ্গে লড়াই করতে দেড়গাঁওয়ে অসম পুলিশ অত্যাধুনিক সুবিধা সংবলিত ২৬ শয্যার একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। ইতিমধ্যে বড়মণিপুরে একটি কোভিড কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এর জন্য ২২ জন চিকিৎসক এবং ২৫০ জন নার্সকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বলে জানান ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি। তিনি বলেন, অসম পুলিশকে এই পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে হবে, তা আগেই বোঝা গিয়েছে। তাই আগাম প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে ডিজিপি বলেন, করোনা কাঁটার মধ্যেও উগ্রপন্থী বিরোধী অভিযানে লাগাম টানা হয়নি। লকডাউন এবং আনলক-কালেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়ে উগ্রপন্থী, লিংকম্যান, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, ড্রাগস ইত্যাদি উদ্ধার করা হচ্ছে। উগ্রপন্থী কার্যকলাপ দমনে সেনা, আধাসেনার সঙ্গে রাজ্য পুলিশ বিভিন্ন স্থানে সমানে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া মৌলবাদি কার্যকলাপের ওপরও কড়া নজর রাখছে পুলিশ, বলেন ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি।

ডিমা হাসাওয়ে ১৪ দিনের লকডাউন শুরু, বিধি লঙ্ঘন, বহু যানবাহন বাজেয়াপ্ত, জরিমানা আদায় পুলিশের

হাফলং (অসম), ৬ জুলাই (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে, পাহাড়ি জেলায় গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কায় আজ সোমবার থেকে ডিমা হাসাও জেলায় ১৪ দিনের লকডাউন শুরু হয়েছে। তবে লকডাউনের প্রথম দিনই সরকারি বিধিনিষেধ আমান্য করে বাজারে উপচে পড়ে ভিড়। শনি ও রবিবার সাপ্তাহিক লকডাউন চলার সময় হঠাৎ করে জেলা প্রশাসন এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ সোমবার থেকে লকডাউন ঘোষণা করায় অত্যাবশক পণ্য সামগ্রীর জন্য হাফলং বাজারে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সোমবার।

কর্তব্যরত পুলিশ ও বিএসএফ জওয়ানরা পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেয়েছেন। শনি ও রবিবার সাপ্তাহিক লকডাউন থাকায় অনেকেই বাজার করতে পারেননি। তাই বাধ্য হয়ে আজ শহরের অধিকাংশ মানুষকে বাজারে ভিড় করতে দেখা যায়।

এদিকে ১৪ দিনের লকডাউন ঘোষণা করে জেলা প্রশাসন সপ্তাহের সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত হাফলং শহরে শুধু ৩০ শতাংশ অত্যাবশক পণ্য সামগ্রীর দোকান খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু হাফলং বাজারে সোমবার মাত্র সাতটি অত্যাবশক সামগ্রীর দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া হয়। আর এতেই সমস্যা বেড়ে যায়। বাজারে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করতে আগত গ্রাহকরা কোনও ধরনের সামাজিক দূরত্ব না মেনে কেনাকাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা কোনও মতেই এই সব লোককে সামাল দিতে পারেননি।

অন্যদিকে সোমবার লকডাউন অমান্য করে অটো রিকশা, মটর সাইকেল, ব্যক্তিগত যানবাহন নিয়ে বের হয়ে পুলিশের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে অনেককে। অনেক যানবাহন আজ পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে গেছে। এছাড়া মুখে মাস্ক না পরায় সোমবার অনেকের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করেছে পুলিশ। মাইবাঙেও লকডাউন অমান্য করার দায়ে আজ বেশ কয়েকজনকে পুলিশের শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে।

প্লাজমা দান করলেন সম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি. স.): হরিয়ানার গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতলে প্লাজমা দান করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। সোমবার সকালে ওই হাসপাতালে গিয়ে নিজের প্লাজমা দান করেন তিনি।

প্লাজমা দান করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সম্বিত পাত্র জানিয়েছেন, ''আমার করোনা হয়েছিল।এখন সুস্থ। তাই আজ প্লাজমা দান করতে এলাম।জনগণকে সেবা করার স্পষ্ট বার্তা প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন। আমি সকলের কাছে আহ্বান করব যারা সুস্থ এবং করোনা থেকে আরোগ্য হয়েছেন, তাদের উচিত প্লাজমা দান করা। কারণ এতে অনেকের জীবন বাঁচবে। ''

উল্লেখ করা যেতে পারে, ইতিমধ্যেই রাজধানী দিল্লিতে প্লাজমা ব্যাংক তৈরি করা হয়েছে। ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে, বেড়েছে সুস্থতা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৬।।বাংলাদেশে করোনা শনাক্তের ১২১তম দিনে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে, বেড়েছে সুস্থতার হার। গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৪৪ জন। গতকালের চেয়ে আজ ১১ জন কম মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল ৫৫ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এ পর্যন্ত দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যুবরণ করেছেন ২ হাজার ৯৬ জন। করোনা শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৭ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ১ দশমিক ২৬ শতাংশ। গতকালের চেয়ে আজ শূন্য দশমিক শূন্য ১ শতাংশ বেশি।

সোমবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান। অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ৫২৪ জন। গতকালের চেয়ে আজ ১ হাজার ৬২০ জন বেশি সুস্থ হয়েছেন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ১ হাজার ৯০৪ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭৬ হাজার ১৪৯ জন। তিনি জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪৫ দশমিক ৯৮ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৪৪ দশমিক ৭২ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার ১ দশমিক ২৬ শতাংশ বেশি। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘন্টায় ১৪ হাজার ২৪৫ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩ হাজার ২০১ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকালের চেয়ে আজ ৪৬৩ জন বেশি শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল ১৩ হাজার ৯৮৮ জনের নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছিলেন ২ হাজার ৭৩৮ জন।

তিনি জানান, দেশে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ৬০ হাজার ৩০৭ জনের নমুনা পরীক্ষায় ১ লাখ ৬৫ হাজার ৬১৮ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। মোট পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ২৫ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৪৭ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ১৯ দশমিক ৫৭ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার ২ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৫ হাজার ২০১ জনের। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৩ হাজার ৯৬৪ জনের। গতকালের চেয়ে আজ ১ হাজার ২৩৭ জনের নমুনা বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৬৯টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৪ হাজার ২৪৫ জনের। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৩ হাজার ৯৮৮ জনের। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ২৫৭ জনের বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে।

তিনি জানান, মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ৩৩ জন পুরুষ এবং ১১ জন নারী। এখন পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে পুরুষ ১ হাজার ৬৫৭ জন; যা শতকরা ৭৯ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ এবং নারী ৪৩৯ জন; যা শতকরা ২০ দশমিক ৯৫ শতাংশ। ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুবরণকারীদের বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ১ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ১৫ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১৩ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ২ জন এবং ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ১ জন রয়েছেন।অঞ্চল বিবেচনায় ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৭ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১১ জন, বরিশাল বিভাগে ৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ৩ জন, খুলনা বিভাগে ২ জন, সিলেটে ৩ জন, রংপুরে ২ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ২ জন রয়েছেন। এদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ৩৫ জন এবং বাসায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৯ জন। তিনি জানান, 'ঢাকা মহানগরীতে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ৬ হাজার ৭৫টি, আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ১৪৯টি। সারাদেশে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ১৪ হাজার ৭৭৫টি, আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৪০১টি। সারাদেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংখ্যা ১১ হাজার ৭৮৫টি। সারাদেশে হাই ফ্লো নেজাল ক্যানেলা সংখ্যা ২০৩টি এবং অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ১০৬টি। সারাদেশে সাধারণ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ৪৪৯ জন, আইসিইউ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ২২০ জন এবং ২৪ ঘন্টায় সারাদেশের হাসপাতালগুলোতে ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৭১৫ জন, ছাড় পেয়েছেন ৬৪৪ জন। তিনি বলেন, আইসিইউতে বেড খালি থাকলেও চিকিৎসাগত কারণে এক বিভাগের রোগীকে অন্য বিভাগের আইসিইউতে চিকিৎসা দেওয়া যায় না, যার কারণে অনেক বিভাগে আইসিইউতে বেড খালি থাকে।

তিনি জানান, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউতে বেড সংখ্যা প্রত্যেক বিভাগ অনুযায়ী ভাগ করা আছে। যেমন মেডিসিন, সার্জারি ও গাইনি বিভাগের জন্য এবং অন্যান্য বিভাগের জন্য। অনেক সময় মেডিসিন বিভাগের রোগী বেশি থাকলেও অন্যান্য বিভাগে যেমন সার্জারি ও গাইনি বিভাগের আইসিইউ'র বেড় খালি থাকলেও সেখানে দেয়া যায় না। কারণ সার্জারি ও গাইনি বিভাগের রোগীদের জন্য যে আইসিইউ ব্যবস্থা, সেখানে অনেক সময় অপারেশনের রোগী থাকে। সেজন্য মেডিসিন আইসিইউ বিভাগের চাহিদা থাকলেও গাইনি ও সার্জারি বিভাগের আইসিউ থাকলেও চিকিৎসাগত কারণে রোগী দেয়া যায় না। সেজন্য আইসিইউ'র শয্যা খালি থাকলেও সেখানে রোগী দেয়া যায় না। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৬৭৭ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১৬ হাজার ৭৯৪ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৫৯৮ জন, এখন পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ১৪ হাজার ৭৫৫ জন। এখন পর্যন্ত মোট আইসোলেশন করা হয়েছে ৩১ হাজার ৫৪৯ জনকে। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন মিলে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে ২ হাজার ১৭৮ জনকে। এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৭৯ হাজার ১৭০ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড়া পেয়েছেন ২ হাজার ৮৩৯ জন, এখন পর্যন্ত ছাড়া পেয়েছেন ৩ লাখ ১৫ হাজার ৩৬৯ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টিনে আছেন ৬৩ হাজার ৮০১ জন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) ২৪ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে ১ হাজার ৬শ'টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ ২৫ লাখ ২৮ হাজার ২৪৫টি। এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ২৪ লাখ ২১ হাজার ৭৬৪টি। বর্তমানে ১ লাখ ৬ হাজার ৪৮১টি পিপিই মজুদ রয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরির গ্লাভস মজুদ আছে ৯ লাখ ৬২ হাজার ৪৭৩টি, বিভিন্ন ক্যাটাগরি ও লেভেলের মাস্ক মজুদ আছে ৩১ লাখ ২৭ হাজার ৭০৬টি, পিপিই ১১ লাখ ৬৮ হাজার ৭৬৭টি এবং গগলস ১২ লাখ ৩৩ হাজার ৯১২টি। গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৬০ হাজার ১৭৮টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৪৯ লাখ ৭ হাজার ৪৫৪টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৪১৪ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন। ডা.নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার ৭১০ জনসহ

সারাদেশের মানুষ দেখছে, মাঠে নয় বিএনপি শুধু টিভিতেই : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৬।।বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'সারাদেশের মানুষ দেখছে, করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে মাঠে না গিয়ে আইসোলেশনে থেকে টিভিতেই বক্তব্য দেয় বিএনপি।'

তিনি সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভীর মন্তব্য-'আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপিই মাঠে আছে, ত্রাণ দিচ্ছে' এর জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

বিএনপি নেতা রিজভীর সাম্প্রতিক নানা মন্তব্যের প্রেক্ষিতে 'আমি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতে চাইনা এবং তা উচিতও নয়' উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'দেশের মানুষের চোখ-কান আছে, তারা দেখতে পাচ্ছে, কারা মাঠে আছে, কারা ত্রাণ দিচ্ছে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ১ কোটি ২৫ লক্ষের বেশি পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় ৭ কোটি মানুষ ত্রাণ এবং অন্যান্য সহায়তার আওতায় এসেছে। এগুলো দিবালোকের মতো স্পষ্ট।'

নাম উল্লেখ না করে ড় হাছান মাহমুদ বলেন, 'বিএনপি নেতৃবৃন্দ ঘরে বসে বসে ভিডিও কনফারেন্স করে দুনিয়ার কথা বলেন, সেটা টেলিভিশনেই দেখা যায়। অপরদিকে আমাদের দলের নেতাকর্মীরা মাঠে কাজ করছে বিধায় অনেক এমপিসহ বহু নেতাকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, অনেক নেতা ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন, তারা সবাই মাঠে ছিলেন। সুতরাং আমরা যে কথাগুলো বলেছি সেটি যে সত্য, তা দেশের মানুষ বুঝতে পারে। আর মিথ্যা বলাই যাদের রাজনীতির মূল প্রতিপাদ্য, তারা ক্রমাগত মিথ্যাই বলবে, এটিই স্বাভাবিক।'

চিকিৎসার জন্য অনেক মানুষকে হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ঘুরতে হচ্ছে-এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয় মানুষকে সেবা দেয়ার জন্য। সেখান থেকে রোগী ফেরত দেয়া কোনোভাবেই সমীচীন নয়। চিকিৎসা দিতে না পারলে তারা রোগীকে পরামর্শ দিতে পারে, অন্য হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু চিকিৎসার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হাসপাতাল থেকে রোগী ফেরত দেয়াকে এ পরিস্থিতিতে আমি মনে করি একটি অপরাধ এবং এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে দৌড়াতে দৌড়াতে রোগীর মৃত্যুর দায় সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলো কোনোভাবেই এড়াতে পারেনা।' করোনা পরিস্থিতিতে বগুড়া ও যশোরের দু'টি আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত জনস্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'নির্বাচন কমিশন স্বাধীন, তারা স্বাধীনভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এর ভালো ব্যাখ্যা তারাই দিতে পারবেন।'

"যদিও ঢাকা আর বগুড়া কিংবা যশোরের পরিস্থিতি এক নয়, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে মানুষ যে কিছুটা উদ্বিগ্ন সেটাও ঠিক। তবে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার বিষয়ও আছে। সেকারণেই তারা নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু এ প্রেক্ষাপটে আরো কি করা যেতে পারে, কি করা প্রয়োজন সেটি নির্বাচন কমিশনই ভালো বলতে পারবে " বলেন ড় হাছান মাহমুদ।

সোমবার বিজেপির যোবা মোর্চার উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান চালানো হয়। ছবি- নিজস্ব।

বিএনপির মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা হাস্যকর ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৬।।বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা হাস্যকর। সাধারণ মানুষ মনে করে দুর্নীতি আর বিএনপি সমার্থক।

তিনি বলেন, 'বিএনপির মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা হাস্যকর। দুর্নীতিতে পর-পর পাঁচ বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের দল বিএনপি, লুটপাটের জন্যই জণগণের কাছে বার-বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। দুর্নীতি আর বিএনপি সমার্থক বলেই মানুষ মনে করে।'

ওবায়দুল কাদের সোমবার সংসদ ভবনের সরকারি বাসভবন থেকে এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন। করোনা সংকটে বিএনপি নেতারা আজগবী তথ্য সরবরাহ করে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে দাবি করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুর্নীতি বিরোধী অবস্থান এবং প্রতিনিয়ত সততায় দেশ-বিদেশে সমাদ্রিত ও প্রসংশিত। দুর্নীতিবাজ যেই হোক দলীয় পরিচয়ের হলেও তাকেও ছাড় দেয়া হচ্ছে না, এটাই হলো বাস্তবতা।'

তিনি বলেন, 'করোনাভাইরাসের সংকটে দায়িত্বশীল আচরণ না করে বিএনপি তাদের চিরাচরিত নালিশের রাজনীতি আঁকড়ে ধরেছে এবং এই করোনাভাইরাসের সংকটকালে আজগবী সব তথ্য দিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। আর অন্ধকারে ঢিল ছুড়ছে অভিরাম।'

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বিএপির কথা শুনে মনে হয়, পূর্ণিমার রাতেও তারা অমাবশ্যার অন্ধকার দেখতে পান। বিএনপিকে বিভাজন ও বৈরিতার রাজনীতি পরিহার করে মানুষ বাঁচানো ও করোনাভাইরাসের প্রতিরোধের লড়াইয়ে আবারও সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছি।'

করোনাভাইরাসের মহামারিতে নেয়া পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক করোনাভাইরাসের সংকটের শুরু থেকে সরকার সবাইকে নিয়ে সমন্বিত ভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এখন প্রায় ৭৩টি কেন্দ্রে করোনাভাইরাসের পরীক্ষা হচ্ছে। দিন-দিন সক্ষমতা বাড়ছে, কেন্দ্র থেকে উপজেলা পর্যায়ে পর্যন্ত পরীক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে কোভিড-১৯ হাসপাতাল প্রস্তুত করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে প্রস্তুতি রয়েছে। তিনি বলেন, সরকার যদি অদক্ষ বা অযোগ্য হতো তবে এ সময়ে এমন ব্যবস্থা কি নিতে পারতো? এই পর্যন্ত ৭২ হাজার ৬ শত ২৫জন করোনাভাইরাসের রোগী সুস্থ হয়েছেন। সুস্থতার হার শতকরা ৪৪ দশমিক ৭২ ভাগ এবং মৃত্যুর হার শতকরা ১ দশমিক ২৬। মৃত্যুর এই হার যে কোন দেশের তুলনায় কম। ইউরোপ আমেরিকা এমন কি প্রতিবেশি দেশ ভারতে থেকে এখানে অনেক কম। যদিও সরকার একটি মৃত্যুও প্রত্যাশা করে না।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি শুধু মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে কথা বলে, অথচ এত সংখ্যক লোক সুস্থ হচ্ছে এটা তাদের চোখে পড়ছে না। তাদের (বিএনপি) দৃষ্টিভঙ্গি যে নেতিবাচক এটাই তার প্রমান।

করোনার হটস্পট কামরূপ মেট্রোর সঙ্গে যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা শোণিতপুর প্রশাসনের

তেজপুর (অসম), ৬ জুলাই (হি.স.) : অতিমারি করোনা পরিস্থিতিতে সর্বসাধারণের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে মধ্য অসমের শোণিতপুর এবং কামরূপ মেট্রো (গুয়াহাটি) জেলার মানুষজনের যাতায়াতে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। শোণিতপুর জেলাবাসীর স্বাস্থ্য, সুরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন শোণিতপুরের জেলা মেজিস্টেটর্যাট।

গত দশ দিনে কামরূপ মেট্রো জেলায় ৩২৫২ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। গোটা রাজ্যে ১১,৭৩৬ জন আক্রান্তের মধ্যে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪, ২৮৬। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭,৪৩৩ জন। এখন পর্যন্ত করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ১৪। তিন করোনা আক্রান্তকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

গুয়াহাটিতে ব্যাপক হারে গোষ্ঠী সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৮ জুন মধ্যরাত থেকে ১৪ দিনের জন্য সমগ্র কামরূপ মেট্রো জেলায় ফের সম্পূর্ণ লকডাউন জারি করেছে রাজ্য প্রশাসন। তবে আজ সোম এবং বুধবার লকডাউনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতা আনা হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই করোনার হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত কামরূপ মেট্রো জেলার কোনও মানুষকে শোণিতপুরে প্রবেশে কিংবা শোণিতপুর থেকে গুয়াহাটি (কামরূপ মেট্রো জেলা) যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

গান ছাড়ার গুজব উড়িয়ে দিলেন আতিফ আসলাম

আজান দেওয়া, নাত ও কাওয়ালি পরিবেশন করার পর আতিফ আসলামের ভক্তদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল তিনি কি তবে সংগীত ছাড়ছেন!করোনাভাইরাসের এই সময়ে যখন সব দেশেই চলছে লকডাউন তখন বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা অনলাইনে এসে গান শোনাচ্ছেন ভক্তদের।তবে পাকিস্তানি সংগীত শিল্পী আতিফ আসলাম গান নয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের গলায় আজান পরিবেশন করে হয়েছেন সমাদৃত।একই সঙ্গে ভক্তদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল তবে কি তিনি গান ছাড়ছেন?

আতিফ আসলাম নিজের দেশ ছাড়াও ভারত বাংলাদেশসহ এই উপমহাদেশে জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী। এত ভক্তকুলের এই প্রশ্নের জবাব তিনি দিয়েছেন পাকিস্তানের 'হামিদ মির' টকশোতে অনলাইনে উপস্থিত হয়ে।৩৭ বছর বয়সি এই গায়ক বলেন, "ধর্মকে আমার জীবনের অংশ করতে চাই। তাই বলে গান ছাড়ছি না। তবে ধর্মের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আমি তুলে ধরতে চাই। যেমন- আল্লাহ'র ৯৯টি নাম এবং 'তাজদির-ই-হারাম'।"

টকশোতে দেওয়া সাক্ষাৎকারের অংশ উদ্ধৃতি দিয়ে 'সামা ডটটিভি' আরও জানায় আতিফ আসলাম সংগীতের ভুবন ছাড়ছেন না।আসলাম বলেন, "আমার জেনে খুব আনন্দ হচ্ছে যে, মানুষ খালি আমার গানই শোনে না, আমার অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়েও তারা আগ্রহ প্রকাশ করছেন।"আজান দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "যেদিন জানলাম নবী মোহাম্মদ (স.)এর সময়ে মানুষ ছাদে উঠে নামাজে আসার জন্য আজান দিতেন সেই রাতে আমি আর ঘুমাতে পারিনি। আমার মনে জেগে ওঠে আজান দেওয়ার বাসনা।"

তিনি আরও বলেন, "আমার অনেক বড় ইচ্ছে হল কাবা শরিফে গিয়ে নামাজের জন্য আজান দেওয়া।"গান না ছাড়লেও এখন থেকে ধর্মীয় গুরুত্ব পায় এরকম সংগীত বেশি করতে চান বলে জানান এই গায়ক।কোক স্টুডিও'তে প্রচারিত 'তাজদির-ই-হারাম' ও 'আসমা-উল-হুসনা' গান দুটি এরই মধ্যে ভক্তদের মাঝে বেশ সাড়া ফেলেছে।

বিষন্নতা থেকে বাঁচিয়েছিল 'ক্যাপ্টেন মার্ভেল'

মাত্র ৩০ বছরেই হাতে সোনালি অস্কারের স্পর্শ পাওয়া তারকার সংখ্যা হাতেগোনা। রুমখ্যাত হলিউড তারকা ব্রি লারসন তাঁদেরই একজন। টাইম ম্যাগাজিন হিসাব—নিকাশ করে বলেছে, তিনি বর্তমান বিশ্বের ১০০ সেরা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের একজন। তিন দশক দীর্ঘ জীবনে যাঁর এত অর্জন, তিনিও কিনা ভুগেছেন বিষণ্ণতায়! আর ব্রিকে বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল ক্যাপ্টেন মার্ভেল।লকডাউনে অন্য অনেকের মতোই ইউটিউব চ্যানেল খুলেছেন ব্রি লারসন। মাত্র ২ দিন আগে ইউটিউবে তাঁর প্রথম ভিডিওতে তিনি কথা বলেছেন নিজের উদ্বিগ্নতা আর বিষণ্ণতা নিয়ে। দুই দিনে ব্রির চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন ১ লাখ ৮০ হাজার ভক্ত। ভিডিওতে ব্রি তাঁর বন্ধু, সহকর্মী ও অন্য প্রতিষ্ঠিত ইউটিউবারদের সঙ্গে কথা বলেছেন। পরামর্শ নিয়েছেন।ক্যাপ্টেন মার্ভেল ও অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম তারকা ব্রি

লারসন জানিয়েছেন, নিজের ইউটিউব চ্যানেলের জন্য ভিডিও বানানোর ক্ষেত্রে তিনি স্বচ্ছ থাকবেন। ভক্তরা তাঁকে সরাসরি জানতে পারবেন। ২১ মিনিটের ওই ভিডিওতেই ব্রি জানিয়েছেন, তাঁর বিষণ্ণতার কথা। জানিয়েছেন, তিনি মাসের পর মাস ধরে বিষণ্ণতায় ভুগছিলেন। সেই সময় ক্যাপ্টেন মার্ভেল—এর মতো সুপারহিরো সিনেমা তাঁর মানসিক অবস্থার উন্নতি করেছিল।

যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলতেন ব্রি। কারণ নিয়ে ব্রির বক্তব্য, 'আমার অ্যাজমা আছে, আর আমি অন্তর্মুখী স্বভাবের। অনেক মানুষের ভেতর আমার গলা শুকিয়ে আসে। নিজেকে বেঢপ আর জবুথবু লাগে। সেই সময়ে ক্যাপ্টেন মার্ভেল ছবিটি আমাকে সামাজিক উদ্বিগ্নতা আর বিষণ্ণতা থেকে মুক্ত করতে অনেকটা সাহায্য করেছিল। এ রকম একটা সুপাহিরো চরিত্রই যেন আমি খুঁজছিলাম নিজেকে আড়াল করার জন্য। এখন আমি বেশ আছি।'ব্রি জানিয়েছেন, মানুষ তাঁকে সেভাবেই চেনে, যেভাবে পরিচালক তাঁকে দেখাতে চান। কিন্তু ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে সত্যিকারের ব্রি লারসনকে জানা যাবে।

ক্যাটরিনা এখন ফটোগ্রাফার

লকডাউনের প্রথম দিকে বলিউড তারকা ক্যাটরিনা কাইফকে দেখা গেছে ঝাড়ু হাতে ঘর পরিষ্কার করতে। তারপর ক্যামেরার সামনে থালাবাটি কীভাবে পরিষ্কার করতে হয়, তা—ও শিখিয়েছেন। বোন ইসাবেলা কাইফকে সঙ্গী করে প্যানকেক না দোসা কী যে বানিয়েছেন, নিজেই নাম দিতে পারলেন না। বললেন, 'আমরা দুই বোন মিলে এটা কী বানিয়েছি, এখন বুঝতে পারছি না। গবেষণা চলছে। জানতে পারলে আপনাদের জানিয়ে দেব। আপাতত ধরে নিন, এটা দোসা—জাতীয় প্যানকেক। বা নিদেনপক্ষে প্যানকেক—জাতীয় দোসা।'

এই বেলা ঝাড়ু, খুন্তি ফেলে ক্যামেরা ধরেছেন ক্যাটরিনা। আশপাশে যা দেখছেন, ক্লিকে ক্লিকে বন্দী করে রাখছেন। ঘরের

কোণের গিটার কিংবা বই, ঘরের ভেতর থেকে জানালা গলে দেখা নীল—সাদা আকাশকোনো কিছুই বাদ যাচ্ছে না। নতুন আবিষ্কৃত এই প্রতিভা ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ভুল হয়নি ক্যাটরিনার। ইনস্টাগ্রামে সেসব ছবি শেয়ারও করছেন।

বোনের সঙ্গে একটা সেলফি তুলে সেই ছবি ইন্টারনেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে ক্যাপশনে ক্যাটরিনা লিখেছেন, 'আশা করি, আমার তোলা ছবিগুলো আপনাদের ভালো লাগছে। সব ছবি ঘর থেকে তোলা। চারপাশটা কত সুন্দর। শুধু সেই সৌন্দর্য দেখার জন্য আপনাদের চোখের বাইরে একটা মন থাকতে হবে।'

লকডাউনে বসে নেই ক্যাটরিনা। ঘরে বসে ইনস্টাগ্রাম ভিডিও বানাচ্ছেন। বই পড়ছেন। নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান 'কে বাই ক্যাটরিনা'র কাজও চলছে। কখনো সময় কাটানোর জন্য তুলে নিচ্ছেন গিটার বা ছাদে গিয়ে চলছে ফটোসেশন।

কারিনার সবুজ ল্যাপটপ এবং 'বোকা বোকা' কথা

নেপোটিজম নিয়ে বলিউডের বিবাদ এখন খুব চলছে। যদিও কারিনা কাপুর বেশ কিছু ছবিতে ভালো অভিনয় করে নেটিজেন ও অন্যান্য বলিউড ব্যক্তিত্বের রোষের কেন্দ্র থেকে খানিকটা দূরে আছেন, তবে কাপুর খানদানের ভেতর সোনম কাপুর, অর্জুন কাপুর, ওদিকে সোনাক্ষী সিনহা, অনন্যা পান্ডে, আয়ুশ শর্মাতাঁদের ওপর যেন ক্ষোভের আগ্নেয়গিরির লাভা একেবারে উগড়ে পড়ছে। কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন করণ জোহর আর সালমান খান। সে যা-ই হোক, নেপোটিজম নিয়ে তর্ক—বিতর্কের একপর্যায়ে কারিনা কাপুর যে ১০ বার উল্টোপাল্টা মন্তব্য করে নিজেকে হাসির পাত্র বানিয়েছেন, তা নিয়ে 'ব্রেইন ওয়াশে'র ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রকাশিত হয়েছে আট মিনিটের ভিডিও প্রতিবেদন। চট করে দেখে নেওয়া যাক, কারিনার যত 'বোকা বোকা' উত্তর।

* 'দেবদাস' সিনেমায় পারু চরিত্রের জন্য অডিশন দিয়েছিলেন কারিনা। তারপর বাদ পড়লেন। আর অনেকেই হয়ত স্বীকার করবেন, ঐশ্বরিয়া রাইকে নিয়ে সঞ্জয় লীলা বানসালি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। অন্যদিকে বাদ পড়েই কারিনা ফিল্মফেয়ার ম্যাগাজিনকে বললেন, 'সঞ্জয় লীলা বানসালি একজন দ্বিধাগ্রস্ত সুপারফ্লপ ছবি করেছেন। আর এ জন্যই 'ফ্যাশন', 'কাল হো না হো', 'রাম লীলা'র মতো ছবির চিত্রনাট্য প্রথমে তাঁর কাছে আসার পরও 'না' বলে হারিয়েছেন। ছবির জন্য কারিনাকে ছবির চিত্রনাট্য শোনাতে হয়। শুনে কারিনার যদি ভালো লাগে, তিনি ছবি করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, চিত্রনাট্য পড়ে গল্প, নিজের চরিত্র অনুধাবন করা কি একজন ভালো অভিনয়শিল্পীর দায়িত্ব ও কর্তব্য দুটোর মধ্যেই পড়ে না? কে জানে!

* 'দেবদাস' সিনেমায় পারু চরিত্রের জন্য অডিশন দিয়েছিলেন কারিনা। তারপর বাদ পড়লেন। আর অনেকেই হয়ত স্বীকার করবেন, ঐশ্বরিয়া রাইকে নিয়ে সঞ্জয় লীলা বানসালি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। অন্যদিকে বাদ পড়েই কারিনা ফিল্মফেয়ার ম্যাগাজিনকে বললেন, 'সঞ্জয় লীলা বানসালি একজন দ্বিধাগ্রস্ত পরিচালক। তিনি নিজে যে কী চান, বোঝেন না। আমার সব ছবি যদি ফ্লপ যায়, তবু আমি তাঁর ছবিতে অভিনয় করব না। তিনি বলেছিলেন, আমিই পারু। তাঁর জীবনের আসলে কোনো নীতি—নৈতিকতা নেই।' সে সময় কারিনার এই মন্তব্য তুমুল বিতর্কের ঝড় তোলে। তারপরও সঞ্জয় লীলা বানসালি 'রাম লীলা'র স্ক্রিপ্ট নিয়ে আগে কারিনার কাছে গিয়েছেন। আর কারিনা পুরোনো 'ইগো' দেখিয়ে ফিরিয়েই দিয়েছেন। ভাগ্যিস না বলেছিলেন। তাতে ক্ষতিটা হয়েছে কার? যা-ই হোক না কেন, ঢের লাভ হয়েছে দীপিকা পাড়ুকোনের।

এই সিনেমার সেটেই তো দীপিকা আর রণবীরের প্রেমটা হলো! সঞ্জয় লীলা বানসালিও তাঁর পরের দুটো ছবি 'বাজিরাও মাস্তানি' আর 'পদ্মাবতী' সিনেমার মূল চরিত্রদেরও খুঁজে নিলেন একই ছবির সেট থেকে। চুটিয়ে তিনটি সিনেমার সেটে বছরের পর বছর ধরে প্রেম করলেন দীপিকা আর রণবীর। তাঁদের সত্যিকারের প্রেম ধরা পড়ল ক্যামেরার চোখে, ধরা পড়ল দর্শকের চোখে, বড় পর্দায়। একজোড়া বলিউড তারকা খুঁজে পেলেন তাঁদের জীবনসঙ্গীকে। এই সিনেমা তুমুল সাড়া জাগানোর পরও কারিনা বলেছেন, তাঁর নাকি কোনো আক্ষেপ নেই।

* একজন তারকা কফি উইথ করণ অনুষ্ঠানে যাবেন, আর কোনো উল্টোপাল্টা বা বিতর্কিত জবাব না দিয়ে ফিরে আসবেন, তা হবে না। কারিনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সাইফ আলী খানের প্রিয় গান কোনটি? কারিনার ঝটপট জবাব, 'স্টেয়ারওয়ে টু দ্য মুন'। আসলে কারিনা যে 'ক্ল্যাসিক' গানটির কথা বলতে চেয়েছেন, তা হলো, 'স্টেয়ারওয়ে টু হ্যাভেন'।

* 'মঙ্গলযান' সিনেমা মুক্তির পর একজন বিনোদন সাংবাদিক কারিনাকে এই ছবির বিষয়ে তাঁর মতামত জিজ্ঞেস করলে কারিনা উত্তর দেন, 'আমিও মহাকাশে যেতে চাই।' কেউ এর মানে না বুঝে পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'একাই যাবেন, না সাইফ আলী খানকে সঙ্গে নেবেন?' কারিনা উত্তরে বলেন, 'সাইফ তো ইতিমধ্যে মহাকাশে পৌঁছে গেছে (সাইফ ইজ অলরেডি ইন স্পেস)।' এর কী মানে, কে জানে!

* কবে অভিনেত্রী হতে চাইলেন? কারিনার উত্তর, 'যেদিন হাসপাতালে জন্ম নিলাম, ওই মুহূর্তেই।' আচ্ছা, এই কথার মানে কী? এটুকু বলেই দাঁড়ি দেননি। বলেছেন, 'আমার ধারণা, আমি "মা" শব্দটার বদলে সিনেমা শব্দটা শিখেছি।'

* কারিনা বলেন, 'আমার অনুপ্রেরণা "ফার্সলেডি" সোনিয়া গান্ধী।' সোনিয়া গান্ধী আবার কবে থেকে 'ফার্স লেডি' হলেন? একবার নয়, দুবার জনসম্মুখে কারিনা একই কথা বলেছেন! অনেকেই এরপর থেকে কারিনাকে 'কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স' আর 'সাধারণ জ্ঞান'—এর বই পড়ার উপদেশ দিয়েছেন।

সেসব উপদেশ অবশ্য গায়ে মাখেননি এই সুপারস্টার।

* 'ভিড়ে ডি ওয়েডিং'—কে বলা হয়, বলিউডের নারীবাদী সিনেমাগুলোর মধ্যে অন্যতম।এই ছবির প্রচারণায় কারিনাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনি কি নারিবাদী?' কারিনার আত্মবিশ্বাসী উত্তর এল, 'আমি নারীবাদী নই। আমি নারী—পুরুষের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারে বিশ্বাসী।' এই কথার পর নারীবাদীরা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে নারীবাদের জন্মই নারী—পুরুষের সমানাধিকারের দাবিতে। তবে, লাভ হয়নি। এরপর কারিনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রলকারীদের একহাত দেখে নিয়ে তাঁর মন্তব্য সংশোধন করে বলেন, 'আমি "তথাকথিত" নারীবাদীদের মতো নারীবাদী নই। আমি "সঠিক" নারীবাদী।'

* একটা কোম্পানির ল্যাপটপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হয় কারিনাকে। সেই অনুষ্ঠানে কারিনার ল্যাপটপের মডেল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে কারিনা বলেন, 'আমি হার্ডওয়্যার বুঝি না। আমার সবুজ রঙের চমৎকার একটা ল্যাপটপ আছে। তা ছাড়া, আমি কারিশমার ছেলে আর মেয়েকে দুটো ল্যাপটপ উপহার দিয়েছি। একটা লাল রঙের, আরেকটা হলুদ।' ল্যাপটপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে না হোক, একজন সাধারণ ল্যাপটপ ব্যবহারকারী হিসেবে তো কারিনার নিজের ল্যাপটপের কনফিগারেশন জানা উচিত।* বিপাশা বসুকে কারিনা 'কাল্লি বিল্লি' বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন। এ রকম বর্ণবাদী মন্তব্য বোধহয় বলিউডের খুব কম তারকাই তাঁর সহকর্মীকে নিয়ে করেছে।কারিনা তাঁর অভিনীত একটা চরিত্র নিয়ে বলেছেন, 'আমার মনে হয়, গত ১০—১৫ বছরে বলিউডের কোনো অভিনেত্রী এত গভীর কোনো চরিত্র করেননি।' আপনি ভাবছেন, কারিনা 'চামেলি' বা 'জাব উই মেট' সিনেমায় তাঁর চরিত্র নিয়ে এই মন্তব্য করেছেন? ভুল! 'ম্যায় প্রেম কি দিওয়ানি হু' সিনেমার প্রমোশনে নিজের চরিত্র নিয়ে এই বক্তব্যের জন্ম দিয়েছেন তিনি। কিন্তু এই সময়ে শাবানা আজমি, শ্রীদেবী বা টাবু চমৎকার সব চরিত্র করেছেন। অথচ এই ছবিতে কারিনার 'অতি অভিনয়' ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। কারিনা এ—ও বলেছেন, 'বডিগার্ড' নাকি 'জাব উই মেট'—এর চেয়ে 'উন্নত' ভালোবাসার গল্প। অনেকে তো বলেন, সিনেমার মানুষ হলে কী হবে, কারিনার সিনেমা নিয়ে কোনো 'সেন্স'-ই নেই।

সুশান্তকে নানাভাবে অপমান করেছেন করণ

অভিমানে ফোটেনি ফুল। ঝরে গেছে যে অকালে। তিনি সুশান্ত সিং রাজপুত। গত ১৪ জুন উপমহাদেশের বিনোদন দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে কারও দিকে অভিযোগের আঙুল না তুলেই নীরবে, নিভৃতে চলে গেলেন বলিউড অভিনেতা সুশান্ত। এক বুক হতাশা আর বিষণতা নিয়ে চলে যাওয়ার আগে কোনো চিরকুট লেখেননি। শোকে স্তব্ধ বলিউডে সুশান্তের মৃত্যু নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও চলছে সুশান্তের মৃত্যু নিয়ে নানামুখী গবেষণা। একে একে মুখ খুলছেন নেপোটিজমের শিকার অভিনয়শিল্পী ও পরিচালকেরা। আর এই ঝড়ে সবচেয়ে বেশি বিদ্ধ হলেন পরিচালক-প্রযোজক করণ জোহর।

বিশ্লেষণ চলছে নানাভাবে, নানান হিসেবে। শুরু থেকে, বিশেষ করে ভারতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানাভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে করণ জোহরকে। রীতিমতো আন্দোলন! করণের সিনেমা বয়কট করতে হবে। এর মধ্যে সুশান্তের এক ভক্ত করণ জোহরের 'কফি উইথ করণ' দেখে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করলেন। সেখানেই তিনি দেখিয়ে দিলেন, করণ কীভাবে সুশান্তকে অপমান করেছেন।

শুধুই কি অপমান? অপমানের ভাষাতেও ছিল ভর্ৎসনার পরিচয়। এরপরই সুশান্তের সেই ভক্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, 'আরও জোরালো প্রতিবাদ হোক করণ জোহরের বিরুদ্ধে। সব রকমভাবে করণকে বয়কট করা হোক।' বেশ কিছুদিন আগেই একটি অনলাইন পিটিশনে সই সংগ্রহের কাজ চলছিল।

সোমবার আগরতলা আইজিএম দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিলি করেন বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত। ছবি- নিজস্ব।

গোষ্ঠী সংক্রমণের প্রথম পর্যায়ে ঢুকে পড়েছে কাছাড়, চিকিৎসক সহ আরও ১২ জন আক্রান্ত করোনায়

শিলচর (অসম), ৬ জুলাই (হি.স.) : রাজধানী গুয়াহাটির পর এবার কাছাড় জেলাও গোষ্ঠী সংক্রমণের প্রথম পর্যায়ে ঢুকে পড়েছে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে এমনটাই আভাস পাচ্ছে ওয়াকিবহাল মহল। কয়েক দিন থেকে যে হারে কোনও ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছাড়া কাছাড়ে করোনা সংক্রমণ বেড়ে চলছে তাতে এমনটাই আভাস পাওয়া যাচ্ছে বলে মহলের ধারণা। গত রবিবার শিলচর মেডিক্যাল কলেজের স্নাতকোত্তর কোর্সে ভরতির জন্য আগত ১১ জনের দেহে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ার আজ সোমবার আরও একজন চিকিৎসক সহ ১২ জন আক্রান্ত হয়েছেন এই ভাইরাসে। আজ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত কোভিড-১৯ বুলেটিনে নতুন ১২ জন আক্রান্তের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী প্রসূতিরোগ বিশেষজ্ঞ মণিকা দেব, গ্রিনহিলস হাসপাতালের কর্ণধার রুদ্রনারায়ণ গুপ্ত, একই হাসপাতালের ৪ কর্মী ববিতা সিনহা, এল সোনিয়া চানু, সবিতা কর্মকার এবং মামণি নুনিয়া ছাড়াও আক্রান্ত হয়েছেন স্নাতকোত্তর কোর্সে শিলচর মেডিক্যাল কলেজে ভরতির জন্য আগত রাকেশ এম (২৫) এবং আথেলি লেইসিনি (২৫)। আজকের তালিকায় রয়েছেন প্রভাকরণ মিশ্র (২৬), মণ্ডল ডি (২৮), লস্কর (২৮) এবং দীপক কুমার (৪৫)। শেষ চারজন সেনা জওয়ান। তাঁরা মাসিমপুর মিলিটারি হসপিটালের কোয়রান্টাইন সেন্টারে ছিলেন। ১২ আক্রান্তের সবাইকে এখন বিভিন্ন হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ভরতি করার প্রক্রিয়া চলছে।

সম্প্রতি আক্রান্ত চিকিৎসক অরিনা রাহা গ্রিন হিলস হাসপাতলে একটি অপারেশন করেছিলেন। এর পর এই হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে কর্মরত একজন সহায়িকা এবং আরেক টেকনিশিয়ানের দেহে পজিটিভ ধরা পড়ে। আজ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন গ্রিন হিলস হাসপাতালের কর্ণধার তথা রামানুজ গুপ্ত জুনিয়র কলেজ এবং রামানুজ বিদ্যাপীঠের কর্ণধার রুদ্র নারায়ণ গুপ্ত এবং চিকিৎক মণিকা দেব সহ আরও কয়েকজন। সোমবার সকালে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পক্ষ থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, মোট ১২ জন ব্যক্তি নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন।

উল্লেখ্য ডা. অরিনা রাহা গ্রিন হিলস এবং শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সহ আরও কয়েকটি জায়গায় রোগী দেখেছেন। কারা কারা অরিনা রাহার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের খুঁজে সোয়াব পরীক্ষা করতে তৎপরতা জারি রেখেছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

এদিকে আজ গ্রিন হিলস-এর কর্ণধার এবং চিকিৎসক সহ আরও কয়েকজন আক্রান্ত হওয়ার পর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

জানা গেছে, গ্রিন হিলস কর্তৃপক্ষের তরফে কয়েক দিনে যে সকল রোগী বা হাসপাতাল কর্মীর সংস্পর্শে এসেছেন প্রত্যেকের তালিকা তৈরি করে স্বাস্থ্যবিভাগের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. বাবুল বেজবরুয়া গতকাল জানিয়েছিলেন, ২৫ জন জুনিয়র ডাক্তার পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সে ভরতির জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন। নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের সোয়াব পরীক্ষা করা হয়। প্রথমে তাদের সবার পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছিল। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল তাঁদের। শনিবার তাদের কয়েকজনের কিছুটা ইনফ্লুয়েঞ্জা সদৃশ্য লক্ষণ প্রকাশ হওয়ায় সবার আবার নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এতে রবিবার ১১ জনের পজিটিভ এসেছিল। তাঁরা হলে সুয়াস অংশুমালি (৩০), গাসনার কেভি (২৪), বিনা এন হসাম (২৪), নাগেশ সি এস (২৪), দেবদত্ত নায়ক (২৯), পঙ্ক কুমার (২৬), নাল্লা রাকেশ (২৫), শুভপাঞ্জা (২৬), শেখর গুপ্ত (২৮), সুমন গাঙ্গুলি (২৭) এবং রুহাল এ ভাঙ্গে (২৯)।

শনবিলে আফ্রিকান এলএসডি আক্রান্ত গবাদি পশুর মৃতদেহ ফেলা হচ্ছে না, দুষ্টচক্রের অপপ্রচারে কান না দেওয়ার আহ্বান

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ জুলাই (হি.স.) : নিছক উড়ো গুজবের ভিত্তিতে শনবিলের হাজার হাজার মৎস্যজীবীর জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে। এশিয়া মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাশয় বা বিল করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শনবিলের মাছ বিক্রি করে কয়েক হাজার পরিবার তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। স্থানীয় মাছ সরবরাহকারী শনবিলের তিন তিনটি পাইকারি মাছ বাজারে এ মুহূর্তে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। আফ্রিকান এলএসডি রোগের আক্রান্ত হয়ে করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রতি হাজার হাজার গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। একটি দুষ্ট চক্র গুজব রটিয়েছে, আফ্রিকান এলএসডি রোগে আক্রান্ত মৃত গবাদি পশুগুলি শনবিলের জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আর বিলের মাছ এই সব মৃত গবাদি পশুর মাংস খাচ্ছে। এখন এই মাছ খেলে মানুষের শরীরে দুরারোগ্য রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। উড়ো গুজবটি চাউর হতেই জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সাধারণ জনতা শনবিলের মাছ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আর এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে শনবিলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষের উপর।

শনবিলের মাছ বিক্রি করে যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে ঘোর অন্ধকার। একদিকে করোনা অতিমারিতে এমনিতেই জনজীবন বিপর্যস্ত, তার উপর সাম্প্রতিক এই উড়ো গুজবে শনবিলের হাজার হাজার মৎস্যজীবীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। শনবিল এলাকার স্থানীয় নিবাসী তথা বিজেপি নেতা রথিরঞ্জন দাস উড়ো গুজবের সত্যতা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, আফ্রিকান এলএসডি রোগে মৃত কোনও গবাদি পশু শনবিলে ফেলা হয়নি। এটা নিছক গুজব, সম্পূর্ণ মিথ্যা খবর কোনও দুষ্টচক্র প্রচার করেছে।গোয়া দক্ষিণ অসম তথা বরাক উপত্যকা সহ প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরায়ও শনবিলের মাছের বিরাট চাহিদা রয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী যোগানও দিয়ে যাচ্ছে শনবিল। শনবিলের মাছ উপত্যকা সহ প্রতিবেশী রাজ্যের বাজার দখল করে নেওয়াটা এক শ্রেণির ব্যবসায়ীর মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতা রথিবাবু অভিযোগ করে বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশের চালানি মাছের ব্যবসায়ীরা ইচ্ছাকৃত ভাবে এই গুজব রটিয়েছে। কারণ করোনা অতিমারির দরুন মানুষ চালানি মাছ খাওয়া একপ্রকার ছেড়ে দিয়েছেন। এতে তাঁদের ব্যবসায় মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এখন কীভাবে শনবিলের মাছের বাজার বন্ধ করা যায়, এই দুরভিসন্ধি চালিয়ে, নিজেদের ব্যবসায়িক মুনাফার জন্য এই দুষ্টচক্রটি এমন অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে, অভিযোগ তুলেন শনবিলের বাসিন্দা তথা স্থানীয় বিজেপি নেতা রথিরঞ্জন দাস।তিনি বলেন, আমরা প্রতিনিয়ত বিলের মাছ খেয়ে যাচ্ছি। কই, আমাদের মধ্যে তো কোনও সংক্রমণ ঘটেনি? তাই কোনও অপপ্রচারে কান না দিয়ে নিদর্ধায় শনবিলের মাছ খাওয়ার আবেদন জানান রথিরঞ্জন দাস।

করোনা কালে শক্তিশালী ক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে কৃষি : কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি. স.): করোনা সংকটকালে দেশের কৃষি ব্যবস্থা শক্তিশালী ক্ষেত্র হিসেবে উঠে এসেছে বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর।

সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার ঝাড়খণ্ডের গোরিয়া কর্ম, বরহি, হাজারীবাগে নবনির্মিত অতিথিশালার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী। পাশাপাশি সংস্থার নতুন গবেষণা কেন্দ্রের ভবনের নামকরণ ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নামে নামাঙ্কিত করেন তিনি।

দেশজুড়ে যখন করোনা রোধে

ছয়ের পাতায়

নতুন ৫৫২, গুয়াহাটিতে মোট সংক্রমিত ৩২৫২ জন, গোটা অসমে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১১৭৩৬

গুয়াহাটি, ৬ জুলাই (হি.স.) : অসমে আরও ৭৩৫ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে এক গুয়াহাটিরই ৫৫২ জন। এ নিয়ে গোটা রাজ্যে ১১,৭৩৬ এবং কেবলমাত্র গুয়াহাটিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩,২৫২। উদ্বেগজনক এই খবর রবিবার মধ্যরাতে দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত বিগতদিনের রেকর্ড ভেঙে একদিনে ১২০২ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিন। এর মধ্যে ৭৭৭ জনই মহানগর গুয়াহাটির বাসিন্দা। দ্রুতগতিতে গোষ্ঠী সংক্রমণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত, বিশেষ করে গুয়াহাটিতে চূড়ান্ত আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এই দুঃসংবাদের পাশাপাশি মন্ত্রী তাঁর অফিশিয়াল টুইটে করোনা-যুদ্ধে জয়ী হয়ে ৬৯০ জন বাড়ি ফিরে গেছেন বলে জানান। এর পর অসমে সুস্থের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭,৪৩৩ এবং সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪,২৮৬ জন। রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। তাছাড়া করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন ১৪ জন এবং তিন আক্রান্ত বহিঃরাজ্যে রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গুয়াহাটিতে শুক্রবার একসঙ্গে ১৩৪ জনের দেহে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল। এর আগের দিন বৃহস্পতিবার পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছিলেন ২৩৮ জন। এভাবে বুধবার রাতে মোট ৩৮০ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাত ১২টায় টুইট করে মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, গোটা রাজ্যে ৬১৩ জনের দেহে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। এর মধ্যে গুয়াহাটির নাগরিক ছিলেন ৩৮০ জন।

গুয়াহাটিতে ব্যাপক হারে গোষ্ঠী সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৮ জুন মধ্যরাত থেকে ১৪ দিনের জন্য সমগ্র কামরূপ মেট্রো জেলায় ফের সম্পূর্ণ লকডাউন জারি করেছে রাজ্য প্রশাসন। তবে আজ সোম এবং বুধবার লকডাউনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতা আনা হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

এদিকে রাজ্যের অন্যান্য জেলায় স্থান-বিশেষে জারি করা হয়েছে লকডাউন। এর মধ্যে অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাও। জেলায় আজ ৬ জুলাই থেকে ১৪ দিনের জন্য ফের লকডাউন জারি করেছে জেলা প্রশাসন। অন্য জেলায়ও লকডাউনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

মহারাষ্ট্রের চাকরি পেতে গেলে দেখাতে হবে ডমিসাইল সার্টিফিকেট

মুম্বই, ৬ জুলাই (হি. স.): মহারাষ্ট্রে রাজ্য সরকারি এবং বেসরকারি চাকরি পেতে গেলে দেখাতে হবে ডমিসাইল (অধিবাস) সার্টিফিকেট। যার কাছে এই সার্টিফিকেট থাকবে না সে সরকারি চাকরি পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না। এমআইডিসি পোর্টাল উদ্বোধন করে সোমবার এই কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে।

রাজ্য সরকারের চাকরি যাতে মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরাই পায় তা নিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। স্থানীয় নাগরিকদের কর্মসংস্থান এর জন্যই এই পদক্ষেপ বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী।রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী সুভাষ দেশাই জানিয়েছেন, রাজ্যে বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানি এবং কারখানায় চাকরি করতে হলে ডমিসাইল সার্টিফিকেটধারীদের আগে অগ্রাধিকার দিতে হবে।দেশজুড়ে বর্তমানে আনলক ২ চলছে। এমন পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৬৫ হাজার কারখানা কাজ শুরু করে দিয়েছে। আগামী দিনে আরও কারখানা খুলবে।রাজ্যে বিনিয়োগ করা বিদেশি কোম্পানিগুলো কেউ এই নিয়ম মেনে চলতে হবে। এতে করে মহারাষ্ট্র বাসীদের কর্মসংস্থান হবে। বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের জাতীয় ছাঁটাই না করা হয় সেই অনুরোধ মালিকদের কাছে করেছেন শিল্পমন্ত্রী।

অরুণ জেটলির ছেলে রোহন লড়তে চলেছেন ডিডিসিএ পরবর্তী নির্বাচনে

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): বাবা পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবার ক্রিকেট প্রশাসনে আসতে চলেছেন দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি অরুণ জেটলির ছেলে রোহন জেটলি। ডিডিসিএ পরবর্তী নির্বাচনে সভাপতি পদের জন্য লড়তে চলেছেন রোহন।

সূত্রের খবর, দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) পরবর্তী নির্বাচনে সভাপতি পদের জন্য লড়তে চলেছেন রোহন। ডিডিসিএ-তে এখনও অরুণ জেটলির বহু অনুগামী আছেন। তাঁরা চাইছেন রোহনই এবার সংস্থার হাল ধরুন। অরুণ জেটলির অনুগামীরাই রোহনকে রাজি করিয়েছেন ডিডিসিএ'র নির্বাচনে দাঁড়াতে।

রোহন নিজেও জানিয়ে দিয়েছেন, "দিল্লির ক্রিকেট সংস্থার নির্বাচনে দাঁড়াতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি চায়, এই সংস্থা এখন যে নাজেহাল অবস্থায় আছে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসুক।"

অন্যদিকে, ডিডিসিএ'র আধিকারিকরাও প্রকাশ্যেই রোহনকে সমর্থন করেছেন। সংস্থার যুগ্ম-সচিব রঞ্জন মনচন্দা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ডিডিসিএ এখন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রোহনের মত কাউকেই এর নেতৃত্বে প্রয়োজন। অরুণ জেটলির ছেলে আগ্রহী হলে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতাতেই জিতবেন। ডিডিসিএ সূত্রের খবর, সব ঠিক থাকলে রোহন জেটলির দিল্লির ক্রিকেট সংস্থার প্রধান হওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ থেকে ২০১৩'র মধ্যে ১০ বছর ডিডিসিএ-র সভাপতি ছিলেন জেটলি। এর পাশাপাশি বিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতির পদও সামলেছেন তিনি। ডিডিসিএ-তে থাকাকালীন অরুণ জেটলির বিরুদ্ধে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। যদিও পরে সেসব প্রমাণিত হয়নি। উলটে জেটলির মৃত্যুর পর তাঁর নাম অনুসারে দিল্লির বিখ্যাত ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়ামের নামকরণও করা হয়। এবার রোহনও চাইছেন বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দিল্লি ক্রিকেটের রাশ নিজের হাতে নিতে।

করোনাকে নিয়ে বাঁচতে হবে : ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ৬ জুলাই (হি. স.): সতর্ক থেকে করোনাকে নিয়েই বাঁচতে হবে বলে জানিয়েছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। ফলে দেশবাসীকে সতর্ক থেকে করোনাকে নিয়েই বাঁচতে হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার বেঙ্গালুরু বিধানসভায় বাবু জগজীবন রাম এর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, বিকল্প পথ খোলা নেই। ফলে করোনাকে নিয়ে বেঁচে থাকতে শিখতে হবে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একই কথা বলেছেন। রাজ্যে করোনা

ছয়ের পাতায়

সুশান্ত সিং আত্মহত্যা-কাণ্ডে বান্দ্রা থানায় জিজ্ঞাসাবাদ সঞ্জয়লীলা বনশালিকে

মুম্বই, ৬ জুলাই (হি. স.) : সুশান্ত সিং রাজপুতের আত্মহত্যা-কাণ্ডে এবার বয়ান রেকড করতে বান্দ্রা থানায় হাজির হল সঞ্জয়লীলা বনশালি। সোমবার বেলার দিকে মুখে মাস্ক পরে বান্দ্রা থানায় হাজির হয়েছেন এই প্রযোজক-পরিচালক।

রামলীলা ছবিতে প্রথমে সুশান্ত সিং রাজপুতকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সঞ্জয় লীলা বনশালি। কিন্তু সে সময় যশরাজের সঙ্গে চুক্তি থাকায়, সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন প্রয়াত অভিনেতা। সেখান থেকেই নাকি সুশান্তের জীবনে অবসাদের প্রবেশ। সূত্রের খবর, প্রয়াত অভিনেতা সঞ্জয়লীলা বনশালিকে বলেছিলেন, আপনি আদিত্য চোপড়াকে বলে দেখতে পারেন। উনি এনওসি দিলে আমি শ্যুটিং করবো। এরপর নাকি সঞ্জয় লীলা বনশালি আদিত্য চোপড়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যশরাজ-কর্ণধার। এই সূত্রের খবর কতটা সত্যি, সে ব্যাপারে খোঁজখবর নিতেই বনশালিকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পাশাপাশি তিনটি ছবির জন্য সুশান্ত সিংয়ের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল বনশালি ফিল্মস। কিন্তু পরে পাকা কথা হয়নি, কেন? এবিষয়ে তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হবে। এখনও পর্যন্ত এই তদন্তে ২৮ জনের বয়ান রেকর্ড হয়েছে। যাঁদের মধ্যে যশরাজের কাস্টিং ডিরেক্টর শানু শর্মা এবং সুশান্ত সিংয়ের বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তী আছেন।

করোনা ব্যবসা! প্রাক্তন পুলিশকর্মীর চিকিৎসায় ২৫ লক্ষ টাকা বিল তুলল বেসরকারি হাসপাতাল

মুম্বই, ৬ জুলাই (হি. স.): বাণিজ্য নগরী মুম্বইয়ের বেসরকারি হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে করোনা রোগীদের থেকে অতিরিক্ত বিল আদায়ের অভিযোগ উঠেছিল। সর্বশেষ নিদর্শন শহরের বেসরকারি ভোকহার্ট হাসপাতাল। এক প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর করোনা চিকিৎসা করতে এই হাসপাতাল বিল তুলেছে ২৫ লক্ষ টাকা।

নিজের করোনা চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন প্রাক্তন পুলিশকর্মী তুকারাম ঘুগে। সম্প্রতি সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। তার চিকিৎসা খরচের বিল এই বেসরকারি হাসপাতাল তুলেছে ২৫ লক্ষ টাকা। এর প্রতিবাদে ওই প্রাক্তন পুলিশকর্মীর স্ত্রী সবিতা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ এবং বরিষ্ঠ পুলিশ আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছে। ৩১ মার্চ তুকারামের অবসর গ্রহণ করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি কাজ করেই অবসর নিতে চেয়েছিলেন। মে মাসে হঠাৎই অসুস্থ বোধ করেন তিনি। লালারসের নমুনায় ধরা পড়ে করোনা।তৎক্ষণাৎ তাকে ভোকহার্ট হাসপাতাল ভর্তি করানো হয়।

মুম্বই পুলিশের ডেপুটি কমিশনার নবল কিশোর বাজাজ জানিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীদের ক্ষেত্রে কোন সরকারি সুবিধা থাকে না।নির্দেশিকায় তেমনই রয়েছে। মানবিকতার কারণে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীকে কিভাবে সাহায্য করা যায় তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাজাজ অটোর কারখানায় করোনা আক্রান্ত ২৫০ জন কর্মী, বন্ধ কাজ

মুম্বই, ৬ জুলাই (হি. স.) : আনলক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় পর উৎপাদন শুরু হয়েছিল বাজাজ অটোর কারখানায়। কিন্তু সেখানেও করোনার ধাক্কায় নতুন করে জটিলতা দেখা দিচ্ছে। কারখানা খোলার পর দেখা গিয়েছে ২৫০ জন কর্মী করোনা আক্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে সাময়িক কারখানা বন্ধ করা হয়েছে।

লকডাউনে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর পশ্চিম মহারাষ্ট্রে ঔরঙ্গাবাদে অবস্থিত বাজাজ অটোর কারখানাটি খুলেছিল। কিন্তু সেখানে কারখানার বহু শ্রমিক করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন বাকি শ্রমিকরা। এদিকে আবার কতৃপক্ষ কর্মীদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছে ,কাজে না আসলে কর্মীদের বেতন কাটা হবে। ফলে এক নতুন জটিলতা দেখা গিয়েছে এই কারখানায়। এদিকে বাজাজ অটো ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট থেঙ্গারি বাজিরাও জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতিতে কর্মীরা কাজ আসতে ভয় পাচ্ছেন। এর মধ্যে কিছু কর্মী আসতে বাধ্য হলেও অনেকেই ছুটি নিয়েছেন বলে তিনি জানান।

অসম পুলিশের মোট ২২০ জন কোভিড আক্রান্ত, সুস্থের সংখ্যা ৩৮

গুয়াহাটি, ৬ জুলাই (হি.স.) : নতুন ৫১ জনকে নিয়ে অসম পুলিশের মোট ২২০ জন আক্রান্ত হয়েছেন কোভিড সংক্রমণে। আক্রান্তদের মধ্যে বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার এবং কর্মী রয়েছেন। তবে ইতিমধ্যে ৩৮ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশ (আইন-শৃঙ্খলা) জিপি সিং। শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক সিং জানান, এছাড়া ৯৪৫ জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন।

এডিজিপি জিপি সিং জানান, শনিবার পর্যন্ত অসম পুলিশের ১৪৯ জনের কোভিড পজিটিভ রেজাল্ট এসেছিল। তাঁদের মধ্যে ৩০ জন রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন। আক্রান্ত পুলিশ কর্মীরা মানসিকভাবে অত্যন্ত দৃঢ়। তাঁরা করোনা সংক্রমণে মোটেও ভীত নন জানিয়ে রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষকে সর্বাবস্থায় সরকারি স্বাস্থ্যবিধি অবলম্বন করার আহ্বান জানান জিপি সিং।

গালওয়ান থেকে পিছিয়ে যাওয়ার কথা মেনে নিল চিন

বেজিং, ৬ জুলাই (হি. স.): পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকা থেকে লালফৌজের দুই কিলোমিটার পিছু হটে যাওয়ার কথা মেনে নিল বেজিং। গালওয়ান ছাড়াও হট স্প্রিং, গোগড়া থেকে নিজেদের সেনা ছাউনি পিছিয়ে নিয়েছে চিন।

উত্তেজনা কম করার জন্যই ভারতীয় সীমান্ত লাগোয়া মূল নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে দুই কিলোমিটার পিছিয়ে গিয়েছে পিপলস লিবারেশন আর্মি বলে জানিয়েছে বেজিং।

শি জিপিংয়ের সরকার যে ভারতের চাপে পড়েই এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। চিনা বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান জানিয়েছেন, দুই দেশের সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায় চলতি মাসের ৬, ২২, ২৯ জুন হওয়া বৈঠকের ভিত্তিতে উত্তেজনা কম করার লক্ষ্যে দুই কিলোমিটার পিছিয়ে যাওয়া হয়েছে। ১৫ জুন, সোমবার গালওয়ান উপত্যকার যেই জায়গায় দুই দেশের বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বেধে ছিল সেখান থেকে সরে গিয়েছে চিনা সেনা। দুই দেশের বাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা এবং বিবাদ কমানোর লক্ষ্যে ও প্রগতির স্বপক্ষে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

রবিবার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এর সঙ্গে চিনা বিদেশমন্ত্রী বাং ইর মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বৈঠক হয়। মনে করা হচ্ছে তাতেই কাজ দিয়েছে। ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে এমন উত্তেজক পরিস্থিতি যেন তৈরি না হয় সে বিষয়ে আলোচনা হয়।

অসম পুলিশের মোট ১৯৬ জন কোভিড আক্রান্ত, সুস্থের সংখ্যা ৩৮

গুয়াহাটি, ৬ জুলাই (হি.স.) : নতুন ৪৭ জনকে নিয়ে অসম পুলিশের মোট ১৯৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন কোভিড সংক্রমণে। আক্রান্তদের মধ্যে বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার এবং কর্মী রয়েছেন। তবে ইতিমধ্যে ৩৮ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশ (আইন-শৃঙ্খলা) জিপি সিং। শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক সিং জানান, এছাড়া ৯৩২ জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন।

এডিজিপি জিপি সিং জানান, শনিবার পর্যন্ত অসম পুলিশের ১৪৯ জনের কোভিড পজিটিভ রেজাল্ট এসেছিল। তাঁদের মধ্যে ৩০ জন রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন। আক্রান্ত পুলিশ কর্মীরা মানসিকভাবে অত্যন্ত দৃঢ়। তাঁরা করোনা সংক্রমণে মোটেও ভীত নন জানিয়ে রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষকে সর্বাবস্থায় সরকারি স্বাস্থ্যবিধি অবলম্বন করার আহ্বান জানান জিপি সিং।

সোমবার আগরতলার সিটি সেন্টারের সামনে এসএফআই'র বিক্ষোভ। ছবি- নিজস্ব।

ষাটোর্ধ্বদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট নিয়ে আপত্তি তৃণমূলের, চিঠি কমিশনকে

কলকাত, ৬ জুলাই (হি. স.) : নতুন নিয়ম করা হয়েছে যে ষাটোর্ধ্বদের আর বুথে গিয়ে ভোট দিতে হবে না। তাঁরা পোস্টাল ব্যালট দিয়ে ঘরে থেকেই ভোট দিতে পারবেন। কিন্তু এখন এই নিয়ম নিয়েই আপত্তি তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের মতে, ষাট বছর ছুঁয়ে ফেলা মানেই বুথে গিয়ে ভোটদানের অধিকার হারিয়ে ফেলার এই নিয়ম কোনও ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

মারন ভাইরাসের প্রকোপ চলাকালীন সময়ে দেশের কোথাও কোনও নির্বাচন করাতে হলে বর্তমান বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী তা করা যাবে না। মহামারীর প্রকোপের মধ্যে যেমন জনসমাগম চলবে না তেমনি চলবে না কোনও রকমের জমায়েতও। আবার মেনে চলতে হবে সামাজিক দূরত্বও। এই অবস্থায় প্রচারের জন্য মিটিং মিছিল করা যাবে না, বুথে বুথে লম্বা লাইন পড়তে দেওয়া যাবে। সে কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই ভোটবিধিতে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটাতে চাইছে নির্বাচন কমিশন।

সোমবার তৃণমূলের তরফে সুব্রত বক্সি চিঠি পাঠান কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরাকে। সেখানে তৃণমূলের তরফে আপত্তি জানানো হয় এই পোস্টাল ব্যালট নিয়ে। বলা হয় এই পদ্ধতি পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক। তৃণমূলের যুক্তি দেশের ৬ শতাংশ মানুষ এখন ষাটোর্ধ। কিন্তু দেশের যে কোনও নির্বাচনে তাঁরা যেমন প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারেন তেমনই তাঁদের ভোটাধিকারও আছে। তা সত্ত্বেও কমিশন কীভাবে ষাটোর্ধদের বুথে এসে ভোটদানের নিয়মে দাঁড়ি টেনে দিতে চলেছে!

সুব্রতবাবুর প্রশ্ন, তাও যদি জানা যেত এই নিয়ম সাম্প্রতিক প্রকোপের জন্য তাহলেও নয় তা মানার মধ্যে পড়তো। কিন্তু কমিশন তো পুরো ব্যবস্থাটাই তো পাকাপাকি ভাবে করে দিচ্ছে। তার মানে তো এটাই দাঁড়াচ্ছে যে চিরতরে বুথে গিয়ে ভোটদানের অধিকার হারিয়ে ফেলবেন দেশের ষাটোর্ধ নাগরিকেরা। এটা তো চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক ও স্বৈরাচারী মনোভাব। তৃণমূল কংগ্রেস তাই এই মতের তীব্র বিরোধীতা করছে ও নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করছে তাঁরা প্রয়োজনে এই বিধি সংশোধীত করুন।

তৃণমূলের তরফে ওই চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, যে কমিশন যদি এই ব্যবস্থা কার্যকর করে তাহলে দেশের প্রধানমন্ত্রী সহ ১৩টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও আর বুথে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন না। তাঁরা ভোটে দাঁড়াবেন, প্রচার করবেন অথচ বুথে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন না। এটা কেমনতর নিয়ম! কমিশন প্রয়োজন পড়লে বুথের সংখ্যা বাড়িয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ভোট গ্রহণের দিন বাড়িয়ে এই সমস্যার সমাধান করুক।

তৃণমূলের বক্তব্য, পোস্টাল ব্যালট ঘিরে বিস্তর অভিযোগ আছে। সময় মতো ভোটারদের কাছে তা না পৌঁছানো, ঠিক মতন তা জমা না পড়া সহ আরও অভিযোগ ওঠে এই পোস্টাল ব্যালট ঘিরে। সেই ব্যবস্থাকে কেন বাড়াতে চাইছে কমিশন এবার সেটাই জানতে চাইল তৃণমূল।

মুক্তি পেল সুশান্ত সিং রাজপুতের শেষ ছবি দিল "দিল বেচারা"- র ট্রেলার

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি স): সুশান্ত হারা হয়েছে বলিউড।অনুরাগীদের কাঁদিয়ে চির নিদ্রায় ডুব দিয়েছেন অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। কিছুদিন আগেই মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় নিজের ফ্ল্যাটে আত্মঘাতী হন অভিনেতা। আর এরই মাঝে সোমবার মুক্তি পেল সুশান্ত সিং রাজপুতের শেষ ছবি 'দিল বেচারা'- র ট্রেলার। ৩ মে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ছবিটির। কিন্তু লকডাউনের জেরে তা মুক্তি পায়নি। এরই মাঝে ১৪ জুন আত্মহত্যা করেন সুশান্ত। তবে, আগামী ২৪ জুলাই ডিজিটাল প্লাটফর্মে মুক্তি পেতে চলেছে 'দিল বেচারা'।আর তার আগেই এদিন মুক্তি পেল সুশান্ত সিং রাজপুতের 'দিল বেচারা'- র ট্রেলার।

বিখ্যাত আমেরিকান লেখক জন গ্রিনের ২০১২ সালের জনপ্রিয় নভেল "দ্য ফল্ট ইন আওয়ার স্টার্স"-এর গল্পের আদলেই তৈরি করা হয়েছে "দিল বেচারা"।এই ছবিতে সুশান্ত সিং রাজপুতের বিপরীতে অভিনয় করেছেন সঞ্জনা সাঙ্ঘি। দিল বেচারায় সঞ্জনা সাঙ্ঘিকে এক ক্যানসার রোগী কিজি বসুর চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়। কিজিকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ম্যানি অর্থাত সুশান্ত তাঁর স্বপ্ন পূরণ করেন, তা তুলে ধরা হয়েছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অসংসদীয় ভাষার বাড়বাড়ন্ত নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ বুদ্ধিজীবীদের

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.): বঙ্গীয় রাজনীতিতে কুরুচিকর এবং অসংসদীয় ভাষার প্রয়োগ নতুন কিছু নয় বলে মনে করছেন বিদ্বজ্জনেরা। রবিবার বাঁকুড়ায় তৃণমূলের সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মালা সীতারমণ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনাকে রাজনৈতিক অবক্ষয়ের হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বিদ্বজ্জনেরা।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য তথা প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ অচিন্ত্য বিশ্বাস জানিয়েছেন, রাজনৈতিক নেতাদের কুরুচিকর ভাষার প্রয়োগ অনেকদিন ধরেই বঙ্গীয় রাজনীতিতে দেখা যাচ্ছে। শুরুটা হয়েছিল বাম জমানায়। অনিল বসু, বিনয় কোগার একাধিকবার অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করে বিরোধীদের আক্রমণ করেছিলেন। এমনকি তালিকা থেকে বাদ যাননি বিমান বসুও। অভদ্র ভাবে নয়। যুক্তি ও আদর্শ দিয়েই রাজনৈতিক বিরোধিতা করা উচিত। রাজনীতিতে ন্যূনতম ভদ্রতা বোধের জায়গা থাকা প্রয়োজন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ রকম মন্তব্য আগেও করেছেন এবং ক্ষমাও চেয়েছেন। বাঁকুড়ার জনসভায় কণ্ঠস্বরের যে স্বর বিন্যাস এবং শরীরী ভাষা কল্যাণবাবু দেখিয়েছেন, তা মোটেও সমর্থন যোগ্য নয়। জনপ্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে তার।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিগত এক দশক ধরে কুরুচিকর ভাষার প্রয়োগের নজির রয়েছে একাধিক। কখনও অনুব্রত মণ্ডল তো কখনও আরাবুল ইসলাম। সোশ্যাল মিডিয়ায় এখনোওভাইরাল হয় তাপস পালের সেই বিতর্কিত মন্তব্যগুলি। কিন্তু গোটা বিষয়টি নিয়ে এখনও চিন্তিত নন রাজ্যের শাসক দল। তার জেরে ভাষা সন্ত্রাস তৈরি হয়েছে গোটা রাজ্যে।

বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, রাজনৈতিক অবক্ষয়ের দেখা দিয়েছে।সবকটি দলেই এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যুক্তি ও বিতর্কের পরিবর্তে আগ্রাসনের বাড়বাড়ন্ত দেখা দিয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, রবিবার বাঁকুড়ার দলীয় সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল সাংসদ তথা হাইকোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে কালনাগিনী সঙ্গে তুলনা করেন। এমনকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লুণ্ঠনের রাজা বলে চিহ্নিত করেছেন। গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক তোড়জোড় শুরু হয়েছে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে।

৫৮ হাজার কোটি টাকার "জলস্বপ্ন" প্রকল্পের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি স): করোনা আবহের একগুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা রাজ্যের। সোমবার নবান্ন থেকে বৈঠক করে গ্রামীণ অঞ্চলে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য "জলস্বপ্ন" প্রকল্পের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

এই প্রকল্প প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান," "জলস্বপ্ন প্রকল্পটি ৫৮ হাজার কোটি টাকার। পাঁচ বছরের মধ্যে গ্রামীণ অঞ্চলে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্প এটি। এর মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামীণ বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে যাবে। এর জন্য রাজ্যের ২ কোটি গ্রামীণ বাড়িতে সংযুক্ত করা হচ্ছে। এত বড় একটা প্রজেক্ট হওয়ায় প্রচুর ছেলে মেয়ের চাকরি হবে। যা উন্নয়ন হবে তা একটা গণবিপ্লব তৈরি করবে"।

করোনা মোকাবিলায় একগুচ্ছ নয়া প্রকল্প ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি স): শহরে এসে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা আতঙ্কে ঘুম উড়েছে শহরবাসীর। এরই মাঝে করোনা মোকাবিলায় একগুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনটি নয়া প্রকল্প ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রকল্পগুলি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সংক্রামক রোগের মোকাবিলায় জোর দেওয়া এখন বিশেষ জরুরি। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স'।সাম্প্রতিক করোনা আবহে বেলেঘাটা আইডি খুব ভাল কাজ করছে সংক্রামক ব্যাধি নিয়ে। 'স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন'-এ সংক্রামক রোগ এবং অ্যাডভান্সড মাইক্রোবায়োলজির জন্য নতুন বিভাগ গড়া হবে। পাশাপাশি, প্রতি বছর ডিএম সংক্রামক রোগ বিষয়ক কোর্সের জন্য ৬টি নতুন পোস্ট বা আসনও তৈরি করা হবে।এছাড়াও মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ইমিউনো-হেমাটোলজি বিভাগে রাজ্যের প্রথম কনভ্যালেসেন্ট প্লাজমা ব্যাঙ্ক।রাজ্যে কোভিড পজিটিভ চিকিৎসার জন্য এই প্লাজমা ব্যাঙ্ক গড়া হল"।

ত্রাণে ক্ষতিপূরণ নিয়ে তাড়াহুড়ো করায় কিছু ত্রুটি হয়েছে, স্বীকারোক্তি মমতা

কলকাতা,৬ জুলাই (হি স): ঘূর্ণিঝড় আমফানের দাপটে বিধ্বস্ত অবস্থা হয় গোটা বাংলার। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রান বিলি করা হয় রাজ্যের তরফের। কিন্তু ত্রাণ বিলি নিয়ে নানান সময় উঠেছে নানান অভিযোগ। এরই মাঝে সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে 'ত্রাণে ক্ষতিপূরণ নিয়ে তাড়াহুড়োর কিছু ত্রুটি হয়েছে" স্বীকারোক্তি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমফানের ত্রাণ বিলিতে তাড়াহুড়োয় কোথাও কোথাও সমস্যা দেখা দিয়েছে।করোনা ও আমফানের সঙ্গে একা লড়ছি । দু"একটা জায়গায় সমস্যা হয়েছে । ভরসা রাখুন । দুর্গতরা টাকা পাবেন । কেউ বঞ্চিত হবেন না। অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে ত্রাণ সামগ্রী, টাকা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই"।

ইয়েদুরাপ্পা

পাচের পাতার পর

রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য অ্যাম্বুলেন্স এর পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। সব রকমের সতর্কতামূলক ব্যাবস্থা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে অন্ধ্রপ্রদেশে করুণায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩৪৭৪। নিহত ৩৭২।

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী

পাচের পাতার পর

যখন লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল তখন ফসল কাটার সময়। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে ছাড় দিয়েছিলেন। কৃষকেরা পরিশ্রম করে সেই ফসল ঘরে তোলে। গ্রীষ্মকালীন ফসল বেশি ফলিয়েছেন কৃষকেরা। তার জেরে দেশে খাদ্য সংকট দেখা দেয়নি। বর্ষা ভালো হলে ফসল এবার ভালো হবে।২০২২ সালের মধ্যে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করতে বদ্ধপরিকর কেন্দ্র। সেই উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিভিন্ন আইন সংশোধন করার পাশাপাশি একাধিক ক্ষেত্রে সংস্কার ও এনেছে সরকার।কৃষি বাজারগুলিকে আরও উদার করে তোলা, ক্ষেত গুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে সরকার।

সম্বিত পাত্র

তিনের পাতার পর

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনকে দেওয়া হয়েছে প্লাজমা। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীও জানিয়েছিলেন, প্রতি ১০ জন রোগীর মধ্যে ৯ জন রোগী প্লাসমা থেরাপির মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করেছে।

একাধিক খুনের মামলায় দোষীসাব্যস্ত "চেনম্যান" কামরুজ্জামানকে ফাঁসির সাজা শোনাল কালনা মহকুমা আদালত

বর্ধমান, ৬ জুলাই (হি.স.): একাধিক খুনের মামলায় দোষীসাব্যস্ত "চেনম্যান" কামরুজ্জামানকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিল কালনা মহকুমা আদালত। একা থাকার সুযোগ নিয়ে বাড়িতে ঢুকে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি ও তাকে নৃশংস ভাবে কুপিয়ে ও গলায় চেন পেঁচিয়ে খুনের ঘটনায় দোষী কামরুজ্জামানকে সোমবার মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনান কালনা মহকুমা আদালতের বিচারক তপনকুমার মণ্ডল।

২০১৯ সালের ৩০ মে কালনার সিঙ্গারকোণ গ্রামে নিজের বাড়িতে একাই ছিল নাবালিকা ছাত্রী। সেই সুযোগ নিয়ে চুপিসারে বাড়িতে ঢুকে কামরুজাম্মান সরকার প্রথমে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। বাধা দেওয়ায় ওই ছাত্রীকে একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় নৃশংস ভাবে কোপ মারে ও গলায় লোহার শেকল পেঁচিয়ে ধরে। তারপর মৃত ভেবে ছাত্রীকে ফেলে চম্পট দেয় কামরুজ্জামান। ২০১৯-এর জুন মাসে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে কামরুজ্জামানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এর আগের ৬ মাসে কালনায় ৬ জন মহিলা রহস্যজনকভাবে খুন হন।

পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর আদি বাড়ি মুর্শিদাবাদে হলেও সমুদ্রগড়ের সুজননগরে সে থাকত। দুই ছেলে, এক মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে ছিল সংসার। এলাকার একাকী মহিলারাই ছিল তার টার্গেট।খুনের ছক কষে নানান অছিলায় ওই মহিলাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ত "চেনম্যান"। এরপর প্রথমে লোহার রড দিয়ে মেরে মহিলাকে কাবু করে, গলায় চেন পেঁচিয়ে খুন করত সে। খুনের পর মহিলার বাড়ি থেকে লুঠ করত তাঁর গয়না। তদন্তে উঠে আসে, কখনও ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, আবার কখনও ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের কর্মী সেজে একাকী মহিলাদের বাড়িতে ঢুকে যেত এই ব্যক্তি। তারপর সুযোগ বুঝে লোহার চেন দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করত এই কামরুজ্জামান।এরপর টাকাপয়সা, সোনার গয়না দিয়ে চম্পট দিত। গত বছর ৩ জুন লালবাইক ও লাল হেলমেটের সূত্র ধরে পুলিশের জালে ধরা পড়ে সিরিয়াল কিলার কামরুজ্জামান সরকার। গ্রেফতারের পর তার ব্যাগ থেকে লোহার রড ও একটি চেনও উদ্ধার করেছিল পুলিশ।

পরে পুলিশের জেরায় স্বীকার করে, ছ'মাসে কালনা, মেমারি, মন্তেশ্বর ও হুগলির বলাগড় এলাকায় মোট ১২ জন মহিলার উপরে হামলা চালিয়ে ৬ জনকে খুন করে সে। একই ভাবে, সাইকেলের চেন পেঁচিয়ে। এই ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় সাত।গত শুক্রবারই তাঁকে একাধিক খুনের মামলায় দোষীসাব্যস্ত করে আদালত। এদিন তাঁকে ৩০২ ধারায় মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনান কালনা মহকুমা আদালতের বিচারক তপনকুমার মণ্ডল।এদিন সাজা শোনার পর অবশ্য আদালত চত্বরে কামরুজাম্মান দাবি করে, সে নির্দোষ। তাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে।এই রায়ে খুশি মৃত ছাত্রীর মা। চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি বলেন, মেয়েকে তো আর ফিরে পাব না। কিন্তু অপরাধীতো শাস্তি পেল। ওকে যে এমন করে মারল সে চরম শাস্তি পেয়েছে। এটুকুই শান্তি।নিম্ন আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছেন কামারুজ্জামানের আইনজীবী।

রায়গঞ্জে বৃদ্ধার গলার নলি কাটা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় আটক দু'জন

রায়গঞ্জ, ৬ জুলাই (হি. স.) : বৃদ্ধার গলার নলি কাটা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় দু'জনকে আটক করল উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। যদিও মূল অভিযুক্ত ফেরার। সোমবার দুপুর থেকেই খুনের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে জেরা করে পুলিশ। এদিকে মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে দিল্লি থেকে প্লেনে করে রায়গঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন তাঁর দুই ছেলে। বাগডোগরায় নেমে সড়কপথে বাড়িতে আসার কথা রয়েছে তাঁদের। এদিন বিকেলে বৃদ্ধার দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, রবিবার এক বৃদ্ধাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলার নলি কেটে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় রায়গঞ্জ থানার বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম মাজেদা বেওয়া (৬০)। জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধার দুই ছেলে রয়েছে। তাঁরা দিল্লিতে একটি নামি নির্মাণ সংস্থার ঠিকাদারি কাজে কর্মরত। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে হেমতাবাদের গুটিন গ্রামে। ওই বৃদ্ধা বাড়িতে একাই থাকতেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধা বাড়িতে একা থাকার সুবাদে বাথরুমের ভেতর মুখে কাপড় গুঁজে গলার নলি কেটে সমস্ত অলংকার, টাকা-পয়সা নেওয়ার পাশাপাশি সমস্ত ঘর তছনছ করে দুষ্কৃতীরা। বাড়িতে ঢুকে টাকা-পয়সা সোনাদানা নেওয়ার সময় ওই বৃদ্ধা বাধা দেওয়ায় খুন হতে হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান।

জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'মৃতার পরিবারের দাবি বাড়ি লুটপাট করার জন্যই খুন করা হয়েছে ওই বৃদ্ধাকে। দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। মূল অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।'

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

গেছে গত কয়েক বছর আগে ওই এলাকায় ঘনঘন নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হতো। গত কয়েক বেশ বছর ধরে অবশ্য এ ধরনের নাশকতামূলক ঘটনা ওই এলাকায় সংঘটিত হয়নি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবি উঠেছে। স্থানীয় থানায় এ ব্যাপারে একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মন্ত্রক

● প্রথম পাতার পর

আক্রান্তের সংখ্যা ২০,৬৬,১৯-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ৯৯,৪৪৪, গুজরাটে ৩৬,০৩৭, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ২২,১২৬, উত্তর প্রদেশে ২৭,৭০৭ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,১১,১৫১। মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা যতটা দ্রুত গতিতে বাড়ছে, ঠিক ততটাই দ্রুত গতিতে চলছে নমুনা পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ জানিয়েছে, ৫ জুলাই পর্যন্ত ৯৯,৬৯,৬৬২টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। শুধুমাত্র ৫ জুলাই ১,৮০,৫৯৬ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

সামনে

● প্রথম পাতার পর

করে সদর এসডিপিও অফিস ঘেরাও করা হয়।

উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সহসভাপতি পীযুষ কান্তি বিশ্বাস, কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক,প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক রাহুল সাহা, যুব কংগ্রেস সভাপতি পূজন বিশ্বাস, প্রদেশ এনএসইউআই এর সহসভাপতি ছাত্রনেতা সম্রাট রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। উক্ত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সম্রাট রায় এই অরাজক পরিস্থিতির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে হুশিয়ারি দিয়ে বলেন যে বিজেপি দলদাসে পরিণত হয়া সদর এসডিপিওর বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা না নিলে রাজ্যজুড়ে ব্যপক আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। সম্রাট রায় রাজ্যের আইনব্যবস্থাকে তুঘলকি শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে কটাক্ষ করেন এবং পুলিশকে নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করার অনুরোধ জানান।

রাজস্থানে

● প্রথম পাতার পর

তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। পড়াশুনার জন্য তাকে রাজস্থান নিয়ে গিয়েছিল ওই যুবক। কিন্তু, তার বদ উদ্দেশ্য কি ছিল তা ওই নাবালিকা এবং তার পরিবার বুঝতে পারেননি।

আজ ভিডিও কনফারেন্সে মামলায় শুনানি হয়েছে। এ-বিষয়ে সরকারি আইনজীবী দেবালয় ভট্টাচার্যী জানিয়েছেন, ওই নাবালিকার গর্ভপাত করানো হয়েছে। সে সুস্থ আছে। সমস্ত নিয়ম নীতি মেনেই ওই নাবালিকার গর্ভপাত করানো হয়েছে। এমনকি ওই নাবালিকার পরিবারের সাথে কথা হয়েছে যাতে নাবালিকাকে তারা গ্রহণ করেন। সেই মতো পরিবারের লোকজনও একমত হয়েছেন। এদিকে, ওই নাবালিকা এখন করোনা মুক্ত।

ওয়াশিংটনে নাইট ক্লাবে বন্দুকবাজের হামলা, গুলিবিদ্ধ কমপক্ষে ১০

ওয়াশিংটন, ৬ জুলাই (হি. স.) : ওয়াশিংটনে বন্দুকবাজের হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন কমপক্ষে ১০ জন। এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। বাকি ৮ জন হাসপাতালে ভর্তি। আহতদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানানো হয়েছে।

সাউথ ক্যারোলিনা সিটির একটি পানশালায় এই হামলা ঘটে। পুলিশ মনে করছে দুটি গ্যাং এর মধ্যে সংঘর্ষের ফলেই এই গুলি চালানো হয়েছে। পুলিশ মনে করে এই ঘটনায় একাধিক শ্যুটার যুক্ত ছিল। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুই শেরিফের ডেপুটি ক্লাবের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁরা গুলির শব্দ ও চিৎকার শুনতে পান। তাঁরা দ্রুত এমার্জেন্সি পরিষেবা ডাকে ও নাইট ক্লাবের ভিতরে গিয়ে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তবে ততক্ষণে শ্যুটাররা পালিয়ে গেছে। রবিবার (স্থানীয় সময়) মধ্যরাত) পর্যন্ত গ্রিনভিলের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আহতদের বা সন্দেহভাজনদের সম্পর্কে এখনও বিশদ তথ্য পাওয়া যায়নি।

এডিসি

● প্রথম পাতার পর

উদ্যোগ জারি থাকবে। এ বিষয়ে সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

দু'শ আসন বিশিষ্ট হেরমা কমিউনিটি হলটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম বিএসি'র চেয়ারম্যান রাজীব দেববর্মা। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজকুমার দেবনাথ, কানুরাজ দেববর্মা, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশনের মুখ্য কার্যনির্বাহী বাস্তুকার কাজল দে প্রমুখ।

রাজ্যে আসছেন

হয়েছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএম সহ অন্যান্য কয়েকটি সংগঠন। অবিলম্বে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন সংগঠিত করে জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করার জোরালো দাবি উঠেছে। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ইতিমধ্যে তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে।

বিভিন্ন জায়গায় দলবদল প্রক্রিয়াও চরমে উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে রাজ্যের শাসক দল বিজেপি এবং আইপিএফটি পাহাড়ি এলাকায় তাদের রাজনৈতিক শক্তি বাড়ানোর জন্য তৎপরতা চালাচ্ছে। বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন ধরিয়ে নিজেদের সংগঠন মজবুত করার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদ নিজেদের দখলে আনার চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখছে না শাসক দল বিজেপি এবং আইপিএফটি। কেন্দ্রীয় স্তরে বিজেপির শরিক দল হল লোক জনশক্তি পার্টি। ত্রিপুরায় লোক জনশক্তি পার্টির তেমন সাংগঠনিক শক্তি না থাকলেও সংগঠনকে চাঙ্গা করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এই উদ্যোগকে সামনে দেখ এই লোক জনশক্তি পার্টির সভাপতি সোমবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন এবং পৌর নির্বাচনে জনশক্তি পার্টির অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। অবশ্য রাজ্যের শাসক দল বিজেপি এবং আইপিএফটি নেতাদের সঙ্গে লোক জনশক্তি পার্টি অঁতাত গঠনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এই প্রয়াসে আশানুরূপ সাড়া না পেলে লোক জনশক্তি পার্টি ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন এবং পৌর নির্বাচনে পৃথকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে কষ্ট পাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ষোলজন

● প্রথম পাতার পর

চড়িলাম ফরেস্ট অফিসে চাকুরি করেন।বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে ঘটে এই দুর্ঘটনা।প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেয় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। ছুটে আসে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আহত দুজনকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সভায় অবহিত করেন।

তিনি জানান, এই বিকল্প জাতীয় সড়কটির কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়ে গেলে আগরতলা থেকে কম সময়ে চুড়াইবাড়ি পৌঁছানো যাবে। এন এইচ-৮ এর তুলনায় এই বিকল্প সড়কে আগরতলা থেকে ধর্মনগরের দূরত্বও কম এবং পাহাড়ি রাস্তাও তুলনায় কম। জাতীয় সড়ক সংক্রান্ত অন্যান্য আলোচনায় মুখ্য বাস্তুকার রাজীব দেববর্মা জানান, চলতি বছরে ৮নং জাতীয় সড়কের পানিটিলা থেকে বেতছড়া (প্রায় ২২ কিমি) আমতলি থেকে উদয়পুর (৪৭ কিমি) এই দুটি অংশের কাজ চলছে। এই দুইটি সড়কের মধ্যে প্রথমটির নির্মাণ কাজ জানুয়ারী ২০২১ এবং দ্বিতীয়টির নির্মাণ কাজ চলতি বছরের আগস্ট মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সভায় মুখ্য বাস্তুকার শ্রীদেববর্মা জানান, ৮নং জাতীয় সড়কের আরও তিনটি টেণ্ডার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।

তিনি আরও জানান, ২০৮নং জাতীয় সড়ক, ২০৮-(এ), ৪৪(এ), ১০৮(এ), ১০৮(বি) নং জাতীয় সড়কের আর ১১টি কাজের টেণ্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। মোট প্রকল্প ব্যয় ৩,১৯৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। মোট দৈর্ঘ্য ২৭৯ কিমি। তিনি জানান, সেন্ট্রাল রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাণ্ড(ঙ্কট্রজ্জচ) থেকে ও চলতি বছরে ২২টি সড়কের কাজ নেওয়া হয়েছে। তিনটি কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে এবং বাকীগুলি চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সভায় পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার দীপক দাস জানান, চলতি বছরে ১,৫৮৬ কিমি সড়ক মেরামতির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে প্রথম কোয়ার্টারে ১৯৫ কিমি মেরামতির কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে। তিনি জানান, চলতি বছরে ২৭টি আর সি সি সেতু ও ২৫টি ব' কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সভায় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় বর্তমানে ৭৬টি রাস্তার কাজ চলছে। সভায় জানানো হয় পি এম জি এস ওয়াই ফেজ-টুতে বর্তমানে ১০টি সড়কের কাজ চলছে। মোট দৈর্ঘ্য ৪৯ কিমি। এছাড়াও ৩২টি সড়কের জন্য টেণ্ডার প্রক্রিয়ার কাজ চলছে বলে সভায় জানানো হয়।

এছাড়াও পি এম জি এস ওয়াই থি-তে ৭৭৫কিমি রাস্তা উন্নতিকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে সভায় জানানো হয়। এদিনের সভায় বিল্ডিং সংক্রান্ত আলোচনায় দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার স'য়িতা দাস জানান, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৮টি বিল্ডিং এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও চলতি বছরে ২৫টি দপ্তরের ২০৬টি বিল্ডিং নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। মোট প্রকল্প ব্যয় ১,১৫৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। এরমধ্যে চলতি বছরে ৮৫টি বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আর বাকি ১২১টি বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ ২০২১-২২ অর্থবছরের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে মুখ্য বাস্তুকার শ্রীমতি দাস জানিয়েছেন। এদিনের সভায় সচিব অপূর্ব রায়, সচিব তনুশ্রী দেববর্মা, বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল এবং পূর্ত দপ্তরের বাস্তুকার ও অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মৃত বেড়ে ১৩৫

আটের পাতার পর

নাগাদ। আরও দু"জনের মৃত্যুর পর জম্মু ও কাশ্মীরে করোনায় মৃত্যু বেড়ে হল ১৩৫। ১৩৫ জনের মধ্যে ১২১ জনের মৃত্যু হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকায় এবং ১৪ জন জম্মু ডিভিশনে মারা গিয়েছেন।

মৃত বেড়ে ৪,৭৬২

আটের পাতার পর

সোমবার পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৩৪৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫০ জনের। পাকিস্তানে সোমবার সকাল পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৪,৭৬২ জনের। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ১৩১,৬৪৯ জন।

অঙ্গন

মেসিকে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী নিওয়েলস

আগে অনেকবার শৈশবের ঠিকানা নিওয়েলস ওল্ড বয়েসে ফেরার ইচ্ছার কথা বলেছেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টাইন ক্লাবটিও তাই আশায় আছে, ভবিষ্যতে কখনও সময়ের অন্যতম সেরা ফুটবলার তাদের আঙিনায় ফিরবে। দলটির সহ-সভাপতি ক্রিস্তিয়ান দামিকোর কণ্ঠেও শোনা গেল সেই আশার কথা।২০০১ সালে আর্জেন্টিনার ক্লাব নিওয়েলস ছেড়ে বার্সেলোনায় পাড়ি জমানো মেসি ক্যারিয়ারে জিতেছেন রেকর্ড ছয়বার বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার।বার্সেলোনার ইতিহাসে রেকর্ড গোলদাতা মেসি বিভিন্ন সময়ে বলে এসেছেন, বুটজোড়া তুলে রাখার আগে শৈশবের ক্লাবে ফিরতে চান তিনি। কখনও আবারও শুনিয়েছেন কাম্প নউয়ে থেকেই অবসরে যাওয়ার কথা।তবে দামিকো আশাবাদী, দিয়েগো মারাদোনা যেমন ১৯৯৩ সালে ইউরোপের অধ্যায় শেষ করে যোগ দিয়েছিলেন নিওয়েলসে, তেমনি মেসিও ফিরবেন ভবিষ্যতে। টিএনটি স্পোর্টসকে বুধবার এমন আশার কথা জানান দামিকো।"আমি জানি না, এটা অসম্ভব কিনা। সিদ্ধান্তটি তাকে (মেসি) ও তার পরিবারকে নিতে হবে। আর তার সিদ্ধান্তটি নিতে সাহায্য করার জন্য আমাদের সেরা পরিবেশ প্রস্তুত রাখতে হবে।""মারাদোনা যখন নিওয়েলসে এসেছিল, তখনও কেউ ভাবেনি যে সে আসবে। লিওর ক্ষেত্রেও তেমন কিছু হবে বলে আমি আশাবাদী।"

২০০৪ সালে প্রথম পেশাদার চুক্তি করা মেসির সঙ্গে এ পর্যন্ত ৮ বার চুক্তি নবায়ন করেছে বার্সেলোনা। তার রিলিজ ক্লজ বেড়ে হয়েছে ৭০ কোটি ইউরো। কাতালান দলে তার বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে আগামী বছর।

গণমাধ্যমের খবর, চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হবে ২০২৩ সাল পর্যন্ত। দামিকো তাই ধৈর্য ধরার পক্ষে।"এটা জটিল একটা বিষয়। নিওয়েলসের সমর্থকরা কি তাদের জার্সি গায়ে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়কে দেখার স্বপ্ন দেখবে না? সময়ই এর উত্তর দিতে পারে, এজন্য ধৈর্য ধরতে হবে।"

মেসি-রোনালদোকে এক শিবিরে আনার অবিশ্বাস্য স্বপ্ন

ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি নবায়নের আলোচনা ভেস্তে গেছে, বার্সেলোনায় মন উঠে গেছে লিওনেল মেসির-গণমাধ্যমের এমন নানা খবরে আর্জেন্টাইন তারকার ভবিষ্যৎ নিয়ে চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা। এতে যোগ দিলেন রিভালদোও। বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এই মিডফিল্ডার মজা করে বললেন, এরই মধ্যে অনেকে নিশ্চয় সময়ের সেরা দুই ফুটবলারকে একই দলে দেখার স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছে।ক্যারিয়ারের পুরোটা সময় জুড়ে বার্সেলোনার হয়ে খেলছেন মেসি। সেখানে রোনালদো স্পোর্তিং, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদের পর এখন খেলছেন ইউভেন্তুসে। সুদীর্ঘ এই পথচলায় এক সঙ্গে একই দলে এখনও দেখা যায়নি দুই জনকে।ভবিষ্যতেও এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। রোনালদো পেরিয়ে গেছেন ৩৫ বছর, কদিন আগে মেসি পূর্ণ করেছেন ৩৩।তবে সাম্প্রতিক সময়ে বার্সেলোনায় ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনায় আর সবশেষ স্প্যানিশ রেডিও কাদেনা সেরের এক খবরে সেই অভাবনীয় কিছুই ভাবতে শুরু করেছে কেউ কেউ। রেডিও চ্যানেলটির দাবি, চুক্তি নবায়নের আলোচনা মাঝপথে বন্ধ করে দিয়েছেন লিওনেল মেসি।মূলত এই খবরের প্রেক্ষিতেই শুক্রবার বেটফেয়ারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসির ভবিষ্যৎ নিয়ে মন্তব্য করেন বার্সেলোনার সাবেক মিডফিল্ডার রিভালদো।"এইসব জল্পনার মাঝে আমার মনে হয়, কয়েক জন এজেন্ট এরই মধ্যে মেসি-রোনালদোর একসঙ্গে ইউভেন্তুসে খেলতে দেখার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। এমনটা হলে, সারা বিশ্বের জন্যই কত বড় বিষয় না হবে!"এক যুগের বেশি সময় ধরে ফুটবলে আধিপত্য করে চলেছেন তারা দুজন। বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড জিতেছেন ছয়টি ব্যালন ডি' অর, পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড পাঁচটি।রিয়ালে সাফল্যমণ্ডিত দীর্ঘ ৯ বছরের ক্যারিয়ারের ইতি টেনে ২০১৭ সালে ইউভেন্তুসে পাড়ি জমান রোনালদো। তুরিনে ক্লাবটিতে এসেও দারুণ ছন্দে এগিয়ে চলেছেন তিনি। আর বার্সেলোনার ইতিহাসে রেকর্ড গোলদাতা মেসি সবসময়ের মতোই আছেন সেই ফুটবল জাদুকরের রূপে।অনেকের মতে ইতিহাসের সেরা ফুটবলারদের কাতারেও তারা থাকবেন উপরের দিকে।

এমন দুজনকে সত্যিই যদি এক দলে খেলতে দেখা যায়, সত্যিই কেমন হবে বিষয়টা? কিছুক্ষণের জন্য অভাবনীয় ভাবনাটা যেন ঘিরে ধরলো রিভালদোকেও।মেসির মতো একজনকে দলে টানতে ট্রান্সফার ফির অঙ্কটা যে হবে আকাশছোঁয়া, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তারপরও সত্যিই যদি সেই সুযোগ আসে, তাহলে ইউভেন্তুস সেটা সম্ভব করতে পারবে বলেই মনে করেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী এই মিডফিল্ডার।"দুজনকে একসঙ্গে খেলতে দেখাটা হবে বিস্ময়কর। আর আমি নিশ্চিত, ইউভেন্তুসের অনেক পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান এটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবে। তাই, মেসির জন্যও এটা একটা সম্ভাবনা বটে। তার দলবদলের গুঞ্জন যদি ওঠে, তাহলে সব দলই মেসিকে দলে ভেড়ানোর উপায় নিয়ে ভাববে।""আর তখনই ভাবনাটা উঠে আসে, গত ১০ বছরের সেরা দুই ফুটবলারের একই দলে খেলাটা হবে বিশাল কিছু।"ক্যারিয়ার কোথায় শেষ করবেন, এ নিয়ে মেসি অনেকবারই কথা বলেছেন। কখনও বার্সেলোনাতেই ইতি টানার কথা বলেছেন। আবার কখনও শৈশবের ক্লাব নিওয়েলস ওল্ড বয়েজে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছেন। এই দুই দলের বাইরে অন্য কোনো ক্লাবের কথা তার মুখ থেকে শোনা যায়নি।

ভারতকে হারানোর লক্ষ্য বাংলাদেশের

কলকাতার সল্ট লেকের সেই ড্র এখনও পোড়ায় বাংলাদেশকে। শেষ দিকে গোল খেয়ে হাতছাড়া হয়েছিল জয়। শুরুতে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়া সাদউদ্দিন জানালেন বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ফিরতি পর্বে ভারতকে হারানোর প্রত্যয়।প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত মার্চে স্থগিত হয়ে যাওয়া ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ও ২০২৩ সালের এশিয়ান কাপের বাছাই পুনরায় শুরু হবে আগামী অক্টোবরে। আফগানিস্তানের বিপক্ষের ম্যাচ দিয়ে নতুন শুরু করবে বাংলাদেশ।৮ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে নিজেদের মাঠে খেলবে বাংলাদেশ। বাছাইয়ের প্রিলিমিনারি রাউন্ডের দ্বিতীয় ধাপ দল শুরু করেছিল আফগানিস্তানের বিপক্ষেই ১-০ গোলে হেরে।১৩ অক্টোবর বিশ্বকাপের আয়োজক কাতারের মাঠে খেলতে যাচে জেমি ডের দল। ১৭ নভেম্বর ফিরতি পর্বের ম্যাচে নিজেদের মাঠে মুখোমুখি হবে ভারতের; এই দলটির বিপক্ষে ১-১ ড্রয়ে এখন পর্যন্ত একমাত্র পয়েন্ট পেয়েছে বাংলাদেশ। বাফুফের শনিবার পাঠানো বার্তার মাধ্যমে নিজেদের মাঠে ভারতকে হারানোর আশাবাদ জানান সাদউদ্দিন।"আমাদের বর্তমান যে দল আছে, যদি আমরা নিজেদের আশানুরূপ পারফরম্যান্স (করতে পারি) ও ফর্ম ধরে রাখতে পারি, ভারতের বিপক্ষে আমি জয়ের সম্ভাবনা দেখি। ম্যাচটি অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে এবং নিজের মাঠে খেলা হওয়ায় আমরা একটু বাড়তি সুবিধাতো অবশ্যই পাবো।""নিজেদের মাঠে খেলা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ভারতের বিপক্ষে খেলাটা নিঃসন্দেহে কিছুটা বাড়তি উত্তেজনা বহন করে। আমরা অবশ্যই শতভাগ প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে জয়ের জন্যই নামব।

ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যই গত ম্যাচের মতো স্কোর করে দলকে এগিয়ে দিতে চাই এবং ম্যাচের সম্পূর্ণ তিন পয়েন্ট অর্জনই আমাদের লক্ষ্য।"চার ম্যাচে তিন হার ও এক ড্রয়ে ১ পয়েন্ট নিয়ে 'ই' গ্রুপের পাঁচ দলের মধ্যে তলানিতে আছে বাংলাদেশ। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে কাতার। ওমান (১২ পয়েন্ট), আফগানিস্তান (৪) ও ভারত (৩) যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে আছে।

এক ম্যাচ নিষিদ্ধ রামোস ও কারভাহাল

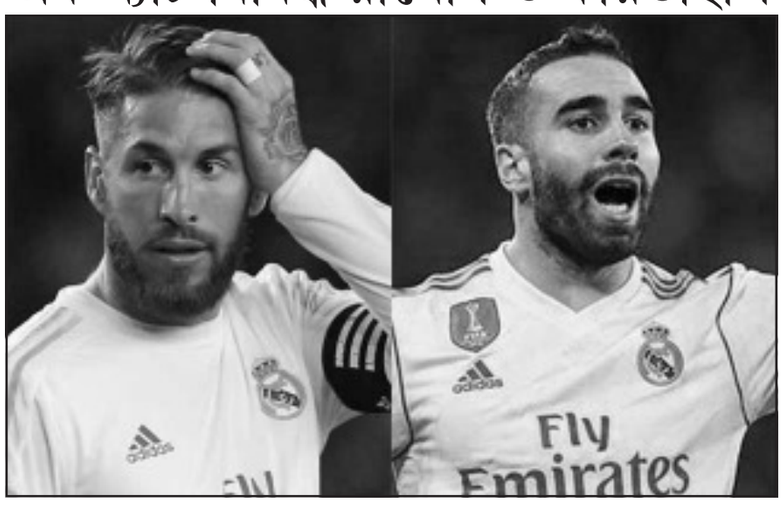

নিজেদের পরের লিগ ম্যাচে আলাভেসের বিপক্ষে সের্হিও রামোস ও দানি কারভাহালকে পাচ্ছে না রিয়াল মাদ্রিদ। হলুদ কার্ডের জন্য এক ম্যাচ করে নিষিদ্ধ হয়েছেন এই দুই ডিফেন্ডার।লা লিগায় রোববার আথলেতিক বিলবাওয়ের মাঠে রিয়ালের ১-০ গোলে জেতা ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখেন রামোস ও কারভাহাল। নিয়ম অনুযায়ী, পাঁচ হলুদ কার্ড দেখায় এক ম্যাচ করে নিষিদ্ধ থাকবেন তারা।এই দুই ডিফেন্ডারকে হারানোটা রিয়ালের জন্য বেশ বড় ধাক্কা। তাছাড়া বিলবাও ম্যাচসহ পুনরায় শুরু হওয়া লিগে রিয়ালের সাত ম্যাচের পাঁচটিতেই গোল করেছেন অধিনায়ক রামোস।৩৪ ম্যাচে ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগের শীর্ষে আছে রিয়াল। ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বার্সেলোনা।আগামী শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় নিজেদের মাঠে আলাভেসের মুখোমুখি হবে জিনেদিন জিদানের দল।

'রিয়ালের শীর্ষে থাকায় রেফারির সহায়তা নেই'

রিয়াল মাদ্রিদ রেফারিদের কাছ থেকে সুবিধা পাচ্ছে-এমন অভিযোগ বার্সেলোনার খেলোয়াড় থেকে শুরু করে ক্লাবটির শীর্ষ কর্তাদেরও। তবে সেসব একদমই পাত্তা দিচ্ছেন না রিয়াল অধিনায়ক সের্হিও রামোস। যারা এসব বলছে, তাদের নিজেদের ভুলগুলো শুধরানোর পরামর্শ দিয়েছেন এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার।লা লিগায় রোববার আথলেতিক বিলবাওয়ের মাঠে রামোসের একমাত্র পেনাল্টি গোলে জিতে শীর্ষস্থান আরও সুসংহত করে রিয়াল। ডি-বক্সে মার্সেলো ফাউলের শিকার হলে ভিএআরের সাহায্যে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি।এই জয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার চেয়ে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে যায় রিয়াল। অবশ্য দিনের পরের ম্যাচে ভিয়ারিয়ালকে হারিয়ে ব্যবধান ৪ পয়েন্টে নামিয়ে এনেছে শিরোপাধারীরা।ম্যাচের পর বার্সেলোনা সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউ রিয়ালকে ইঙ্গিত করে অভিযোগ করেন, ভিএআর শুধু নির্দিষ্ট একটি দলকে সাহায্য করে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে দলটির ডিফেন্ডার জেরার্দ পিকে বলেছিলেন, রেফারির সিদ্ধান্ত রিয়ালের পক্ষে যায়।সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হলেই বারবার আসে এসব প্রশ্ন। এ নিয়ে বিলবাও ম্যাচের পর বিরক্তি প্রকাশ করেন রিয়াল কোচ জিনেদিন জিদান। এবার ক্ষোভ ঝাড়লেন রামোস। রোববার মুভিস্টারকে রামোস জানান, রিয়ালের শীর্ষে থাকায় রেফারিদের কোনো হাত নেই।"রেফারিদের সাহায্য নিয়ে আমরা লিগ জিততে বা হারাতে যাচ্ছি না। যারা ভুল করেছে এবং লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি, এর জন্য তাদের নিজেদের নিয়ে ভাবা উচিত। রিয়াল মাদ্রিদ যে শীর্ষে আছে, তা রেফারির জন্য নয়।"

CORRIGENDUM

Please read "Estimated cost of Rs.5,47,009/- and Earnest money of Rs.5,470/- inplace of Estimated cost of Rs.5,63,419/- and Earnest money of Rs.5,634/- respectively " in the PNIeT No.05/EE /PWD(R&B)/AMB/2020-21 dated,23/06/2020 DNIeT No.24/EE/PWD(R&B)/AMB/2020-21, circulated Vide Memo No.F.21(01)/EE/PWD(R&B)/AMB/1296-1391 dated,23/06/2020.

All other terms and condition will remain unchanged.

(Er. Pranay kr. Das)
Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R&B) Ambassa, Dhalai, Tripura.

ICA/C-867/2020-21

No.F.5 (1)BDO/DCM/MGNREGA/2020-21/ 677-83

ADDENDUM

Dated the 3rd July 2020.

Due to some unavoidable circumtances the last date of submission of tender in response to the inviting tender No.F.5 (1)13DO/DCM/MGNREGA/2020-21 /488-96 Dated the 22nd June 2020 for hiring of vehicle is here by extended upto 6th July 2020, 03:00 PM and the tender box will be opened on 6th July 2020 at 04:00 pm (if possible) in the chamber of the undersigned.

(R. CHAKRABORTY TCS Gr- II)
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DURGACHWOMUHANI R.D BLOCK, KAMALPUR, DHALAI TRIPURA.

ICA/C-866/2020-21

জাগরণ 7 July, 2020, Tuesday আগরতলা ৭ জুলাই, ২০২০ ইং, ■ ২৩ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সোমবার আগরতলায় করোনা মুক্তদের সংবর্ধনা জানানো হয়। তাতে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ও শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

সচিবালয়ে খাদ্য দপ্তরের পর্যালোচনা সভা

প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনায় সকল ভোক্তাগণ যাতে এল পি জি সিলিণ্ডার সংগ্রহ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনায় যারা এল পি জি গ্যাস সংযোগ পেয়েছে তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে গ্যাস সিলিণ্ডার হোম ডেলিভারির মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মাধ্যমে গ্যাস এজেন্সিগুলিকে সিলিণ্ডার প্রতি ২৮ টাকা প্রদান করে থাকে। এই বিষয়ে রাজ্যের জনগণকে সচেতন করার জন্য খাদ্য দপ্তরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে খাদ্য দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় খাদ্য দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনায় সকল ভোক্তাগণ যাতে এল পি জি সিলিণ্ডার সংগ্রহ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে। যদি কোন এল পি জি গ্যাস এজেন্সি ভোক্তাদের হোম ডেলিভারির মাধ্যমে সিলিণ্ডার না পৌঁছায় তাহলে ঐ এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ইণ্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ১,৮১৩টি রেশনশপ রয়েছে। এরমধ্যে নগর এলাকায় রয়েছে ৩৯৫টি এবং গ্রামীণ এলাকায় রয়েছে ১,৪১৮টি। রেশনশপগুলিতে ভোক্তা অধিকার সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে বায়োমেট্রিক অথেনটিকেশনের মাধ্যমে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। ফলে প্রক'ত ভোক্তারা তাদের পণ্য সামগ্রী রেশন থেকে সংগ্রহ করতে পারছেন। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে রেশনকার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ ১০০ শতাংশ করা হয়েছে। রাজ্যে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে অন্তঃরাজ্য পোর্টাবিলিটির সুবিধা চালু করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গনবন্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে গনবন্টন ব্যবস্থায় সবকিছু ডিজিট্যালাইজেশন করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই সাফল্যকে বেশি করে প্রচারে নিয়ে যাওয়ার জন্য দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা আরও জানান, রাজ্যে এখন গোডাউন থেকে রেশন পর্যন্ত পরিবহণ, স্টক ইত্যাদি সবকিছুই অনলাইনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। রাজ্যে বর্তমানে আগরতলার ধর্মনগর ও উদয়পুরে তিনটি ট্রানজিট ডিপো রয়েছে। তাছাড়া ৭টি এফ সি আই'র বেইস ডিপো রয়েছে। এছাড়াও গোডাউন থেকে অন্য কোনও গোডাউন পর্যন্ত পণ্য দ্রব্য পৌঁছানোর জন্য ৬৯টি তালিকাভুক্ত ট্রান্সপোর্ট কনট্রাক্টর, গোডাউন থেকে রেশনশপে পণ্য দ্রব্য সরবরাহের জন্য ১৬০টি ডোরস্টেপ ডেলিভারি কনট্রাক্টর রয়েছে। খাদ্য অধিকর্তা আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৩টি তালিকাভুক্ত ময়দা মিল, ৬৫৬টি গম ভাঙ্গার মিল রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডাল সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে রাজ্যে মজত রয়েছে কিনা তা নিয়মিত তদারকি করতে হবে। রেশনশপের মাধ্যমে যাতে ডাল নিয়মিত সরবরাহ করা হয় তা দপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে।

সভায় খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা জানান, খাদ্য দপ্তর রাজ্যে মোট ৬২, ৩৪০টি ভূয়া রেশনকার্ড বাতিল করেছে। বর্তমানে রাজ্যে মোট রেশন কার্ড রয়েছে ৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭০৬টি। তিনি জানান, ২০২০-২১ বাজেটের ঘোষণা অনুযায়ী খাদ্য দপ্তর রাজ্যের ৩৪,৪৬৪টি পরিবারের অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের মধ্যে আগামী ৩ বছর বিনামূল্যে রেশন প্রদান করবে। রাজ্যে বর্তমানে সদর, উদয়পুর এবং কমলপুর মহকুমার রেশনশপগুলিতে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম চা পাতার প্যাকেট সরবরাহ করছে। এই বছরের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি মহকুমার রেশনগুলিতে চা পাতার প্যাকেট যাতে সরবরাহ করা যায় এজন্য খাদ্য দপ্তর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে কাজ করছে। পর্যালোচনাসভায় এছাড়াও করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় খাদ্য দপ্তরের মাধ্যমে যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলির বিষয়ে আলোচনা করেন খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ২৬ মাসে খাদ্য দপ্তর যেসব বিষয়ে সাফল্য পেয়েছে তা প্রচারে নিয়ে আসতে হবে। এছাড়া চাল, ডাল, গম ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্টক পজিশন, রেটচার্ট তৈরি করে রাখার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, খাদ্য দপ্তরের প্রধান সচিব শশীর'ন কুমার, অর্থ দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা এবং বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

দুই দেশ শান্তির জন্য সহমত, জানাল চিন

বেজিং, ৬ জুলাই (হি.স.): ভারতের কূটনৈতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করে গালওয়ান উপত্যকা থেকে দুই কিলোমিটার পিছিয়ে গিয়েছে চিন। এই বড় সাফল্যের পেছনে ভারতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

রবিবার বিকেলে চিনা বিদেশমন্ত্রী বাংগ ইয়র সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আলাপচারিতা করেছিলেন। এরপরই সোমবার চিনা বিদেশমন্ত্রকের তরফ থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে দুই পক্ষই সীমান্ত বিবাদ এবং হিংসা কম করতে আগ্রহী। এই ক্ষেত্রে দুই দেশই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে।

আগামী দিনের দুই দেশই প্রতিনিধি পর্যায়ে বৈঠক চালিয়ে যাবে সীমান্ত বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার জন্য।

সম্প্রতি সামরিক পর্যায় দুই তরফের যে বৈঠক হয়েছে তাকে স্বাগত জানিয়েছে চিন। আগামী দিনেও এরকম ধরণের বৈঠক হবে। সামরিক পর্যায়ের বৈঠকে দুই দেশ যে সকল সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সবকটি কার্যকর করা হবে। বিতর্কিত এলাকায় ফরোয়ার্ড পোস্টগুলিতে দুই দেশের যে সকল সেনা রয়েছে তা দুই দেশ প্রত্যাহার করে নেবে।চিন নিজের সীমান্ত রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।কিন্তু তাই বলে সীমান্ত হিংসা একদম চাইছে না তারা। দুই দেশ একসাথে সমস্ত কিছুর সমাধান করবে।

গুজরাটের বন্যা পরিস্থিতি মোতায়ন এনডিআরএফ

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি. স.): বিগত কয়েকদিন ধরে অবিরাম ধারায় বৃষ্টিপাতের জেরে গুজরাটে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে রাজ্যে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এনডিআরএফ এর জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে। সবচাইতে পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে দেব ভূমি দ্বারকার জামখানভালিয়ায়।

রবিবার বিকেল থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিপাত এখনও কমেনি। গ্রামীণ এলাকার নিচু জায়গাগুলিতে জল জমে গিয়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দ্বারকা ও তার পার্শবর্তী এলাকায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জেরে ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। রাজ্যের আবহাওয়া দফতরের আধিকারিক রাকেশ কুমার জানিয়েছেন যে কচ্ছ উপকূলে নিম্নচাপের জেরে আগামী পাঁচ দিন ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাত হবে।হাওয়ার গতিবেগ ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার থাকবে। মধ্যপ্রদেশ, ওডিশা, উত্তরপ্রদেশে জন্য কমলা সর্তকতা জারি করা হয়েছে আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে।

অন্যদিকে, মহারাষ্ট্র এবং কচ্ছ উপকূলের জন্য লাল সর্তকতা জারি করা হয়েছে।গুজরাটের অতিগুরুত্বপূর্ণ শহর আহমেদাবাদে বৃষ্টিপাতের ফলে এসজি হাইওয়ে, বপল, সরখেজ, জীব রাজ পার্ক সহ বিভিন্ন এলাকায় যানজট তৈরি হয়েছে।

সোমবার আইজিএম হাসপাতালে নিরাপত্তা রক্ষীদের আচরণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ রোগীর আত্মীয় পরিজনদের। ছবি- নিজস্ব।

জম্মু ও কাশ্মীরে করোনায় মৃত্যু আরও ৩ জনের মৃত বেড়ে ১৩৬

শ্রীনগর, ৬ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন আরও ৩ জন। জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা, বদগাম ও বারামুল্লা জেলার উরির বাসিন্দা ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে, জম্মু ও কাশ্মীরে মৃত্যু বেড়ে হল ১৩৬। গত ২৬ জুন থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন বারামুল্লার তাংমার্গ এলাকার বাসিন্দা একজন বৃদ্ধ, সোমবার ভোররাত ২.০০ মিনিট নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

অপরদিকে বদগাম জেলার ক্রালপোরা এলাকার বাসিন্দা ৫৬ বছর বয়সী একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সোমবার ভোর চারটে নাগাদ। এছাড়াও সোমবার সকাল আটটা নাগাদ মৃত্যু হয়েছে উরির বোনিয়ার এলাকার বাসিন্দা একজন মহিলার। আরও ৩ জনের মৃত্যুর পর জম্মু ও কাশ্মীরে করোনায় মৃত্যু বেড়ে হল ১৩৬।১৩৫ জনের মধ্যে ১২২ জনের মৃত্যু হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকায় এবং ১৪ জন জম্মু ডিভিশনে মারা গিয়েছেন।

কোভিড-১৯ বায়ুবাহিতই বিতর্ক উস্কে দিল শতাধিক বিজ্ঞানীর গবেষণা

নিউইয়র্ক, ৬ জুলাই (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাস কী বায়ুবাহিত? উত্তর-হ্যাঁ। শতাধিক বিজ্ঞানীর গবেষণায় অনন্ত এমনটাই উঠে এসেছে। বিজ্ঞানীদের দাবি, বাতাসে ক্ষুদ্র কণা (ড্রপলেট)-র মাধ্যমে করোনা-সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই যুক্তিতে ভর করে করোনা নিয়ে হু-এর যে নির্দেশিকা রয়েছে তা-ও বদলানোর দাবি তুলেছে বিজ্ঞানীদের ওই দলটি। অবশ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এখনই করোনাকে 'বায়ুবাহিত' রোগ বলতে নারাজ।

কোভিড-১৯ বায়ুবাহিত! এই দাবি করে একদল বিজ্ঞানীদের যুক্তি, করোনা রোগীর হাঁচি বা কাশির সঙ্গে বড় অথবা ছোট ড্রপলেট তীব্র গতিতে বাতাসে মিশে যায়। সেগুলি বাতাসে ভর দিয়ে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত যেতে পারে। বাতাসে মিশে থাকা ওই ড্রপলেট শ্বাসের মাধ্যমে শরীরে গেলে কেউ করোনা সংক্রমিত হতে পারেন বলেই মনে করছেন ওই গবেষকরা। এই যুক্তি তুলে ধরে হু-কে একটি খোলা চিঠিও পাঠিয়েছেন তাঁরা। ২৩৯ জন বিজ্ঞানীর ওই গবেষণাপত্রটি পরবর্তী সপ্তাহে প্রকাশ করার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। যদি করোনাকে বায়ুবাহিত রোগ বলতেই নারাজ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। তাদের বক্তব্য, এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত যে প্রমাণ হাতে এসেছে তা যথেষ্ট নয়। ততটা নির্ভরযোগ্যও নয়। হু না মানলেও, শতাধিক বিজ্ঞানীদের এই দাবি ফের বিতর্ক উস্কে দিয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে করোনায় মৃত্যু আরও দু''জনের, মৃত বেড়ে ১৩৫

শ্রীনগর, ৬ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন আরও দু''জন। জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা ও বদগাম জেলার বাসিন্দা দু''জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে, জম্মু ও কাশ্মীরে মৃত্যু বেড়ে হল ১৩৫। গত ২৬ জুন থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন বারামুল্লার তাংমার্গ এলাকার বাসিন্দা একজন বৃদ্ধ, সোমবার ভোররাত ২.০০ মিনিট নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

অপরদিকে বদগাম জেলার ক্রালপোরা এলাকার বাসিন্দা ৫৬ বছর বয়সী একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সোমবার ভোর চারটে ছয়ের পাতায় দেখুন

শ্যামাপ্রসাদের চিন্তাভাবনা লক্ষ লক্ষ মানুষকে শক্তি জুগিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাভাবনা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে শক্তি জুগিয়েছে। একজন ধর্মপ্রাণ দেশপ্রেমিক, যিনি ভারতের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে টুইটারে এভাবেই স্মৃতিচারণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সোমবার সকালে নিজের টুইটারে হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, জন্মজয়ন্তীতে ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে প্রণাম। একজন ধর্মপ্রাণ দেশপ্রেমিক, যিনি ভারতের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। ভারতীয় ঐক্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহসী প্রচেষ্টা করেছিলেন তিনি। তাঁর চিন্তাভাবনা ও আদর্শ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে শক্তি জুগিয়েছে।

১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। রাজনীতিবিদ ও ব্যারিস্টার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জওহরলাল নেহেরু সরকারের আমলে মন্ত্রীও ছিলেন।

রাজ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বলিদান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/গন্ডাছড়া/শান্তির বাজার/তেলিয়ামুড়া, ৬ জুলাই।। চড়িলাম বিধানসভার হেরমা কমিউনিটি হলঘর উদ্বোধন করেন সোমবার বেলা ১ ঘটিকায় চড়িলাম এর বিধায়ক তথা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন। ফিতা কেটে এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে হেরমা কমিউনিটি হলঘরের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরডি বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশনের মুখ্য বাস্তুকার কাজল দে চড়িলাম বিএসসির চেয়ারম্যান রাজীব দেববর্মা জনজাতি মোর্চার নেতা কানু রাজ দেববর্মা এবং চড়িলাম মন্ডল সভাপতি রাজ কুমার দেবনাথ এবং চড়িলাম আরডি সাব ডিভিশনের এস ডি ও সমরেন্দ্র দেববর্মা। এই কমিউনিটি হলঘর মেরামত কাজে খরচ হয়েছে পাঁচ লক্ষ ষোল হাজার টাকা বলে জানিয়েছেন ঠিকেদার গোপাল দেবনাথ। তবে হেরমা এলাকার জনগণের বক্তব্য হলো বাম আমলের তৈরি হেরমা কমিউনিটি হলঘর রাম আমলে উদ্বোধন হয়েছে। তবেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাপক সংখ্যায় কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিল জনজাতি এলাকায় হেরমা কমিউনিটি হল এর মত এরকম স্ট্যান্ডার্ড কমিউনিটি হল সুতারমুড়া এবং ধারিয়াথল এলাকায়ও নির্মাণ করা হবে বলে জানান উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন।কমিউনিটি হল উদ্বোধনে যারা এসেছিলেন তাদের কাছে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত হন উপমুখ্যমন্ত্রী। এবং বিভিন্ন ভিলেজ কমিটি এলাকায় কি কি সমস্যা রয়েছে তা নিয়ে উপস্থিত কর্মী সমর্থকদের সাথে আলোচনা করেন এবং সুতারমুড়া এলাকায় একটি হলঘর নির্মাণ করা হবে বলে আশ্বাস দেন উপমুখ্যমন্ত্রী। হেরমা এলাকায় ক্লাবের ছেলেরাও একটি দাবি সনদ তুলে দেন উপমুখ্যমন্ত্রী হাতে। উপমুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে জনগণ তাদের সমস্যার কথা খুলে বলেন।

ভারতীয় জনতা পার্টি ৪৪ রাইমাভ্যালি ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে সোমবার কবি গুরু স্কুলে বৃক্ষরোপন করা হয়। এদিন মূলত পার্টির প্রতিষ্ঠাতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর ১২০ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। দলীয় কর্মী সমর্থকরা এদিন সকাল আটটায় সরমা এলাকার কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি বিদ্যা ভবন দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল মাঠের চারিদিকে বৃক্ষ রোপন করে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির গন্ডাছড়া মন্ডল সভাপতি ভুমিকানন্দ রিয়াং, সহ-সভাপতি আদিত্য সরকার, ওবিসি মোর্চার গন্ডাছড়া মন্ডল সভাপতি নির্মল সরকার প্রমুখরা। ভারতীয় জনতা পার্টি ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিন পালনকরাহয়। আজ সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় শান্তির বাজার এ পি এম সির মার্কেটে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তি অনুষ্ঠান পালন করাহয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সকলে মিলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ফটোতে পুস্প অর্পন করেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দক্ষিন জেলার সাধারসম্পাদক শ্যামলাল দেবনাথ, বিজপির দক্ষিন জেলার ও বি সি মোর্চার সভাপতি দুলাল দেবনাথ, বিজেপির ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডলের সম্পাদক মন্তু মগ, বিজেপির দক্ষিন জেলার মহিলা মোর্চার সহ সম্পাদিকা সপ্ন বৈদ্য সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতেগিয়ে বক্তারা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি সকলের সামনে উপস্পাপন করেন। এইসম্পর্কে শ্যামলাল দেবনাথ সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান আজ সকালবেলা পৌর পরিষদ ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তী পালন করেন ও ৩৬ শান্তির বাজার বিধান সভার সবকয়টি বুথে যথাযথ মর্যাদার সহিত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিন পালনকরাহয়।

করোনা প্রসঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি. স.): দেশজুড়ে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস। এই বিষয়ে সরব হয়েছে দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। আগামী দিনে যখন ব্যর্থতার কথা আলোচনা হবে তখন করোনা, নোট বন্দি, জিএসটির মত বিষয়গুলি সামনের সারিতে থাকবে বলে দাবি করেছেন তিনি।

সোমবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, করোনা, জিএসটি এবং নোটবন্দির ব্যর্থতা নিয়ে ভবিষ্যতে চর্চা হবে। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল এই তিনটির ব্যর্থতা নিয়ে গবেষণা করা হবে। এর থেকে একটা জিনিস আরো প্রমাণিত হচ্ছে মানুষকে কিভাবে দিনের-পর-দিন ভুল বোঝানো হয়েছিল।টুইটারে রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আনেন। যেখানে তিনি দাবি করেছেন যে ২১ দিনের মধ্যে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় সম্ভব। নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী এও দাবি করেছেন যে বর্তমানে গোটা বিশ্বে করোনা আক্রান্তের নিরিখে ভারতের স্থান তিন নম্বরে রয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে বিগত কয়েকদিন ধরে গোটা দেশে দৈনিক ২৫ হাজারেরও বেশি মানুষ কোন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। গোটা বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রাজিল এরপরই রয়েছে ভারতের নাম।

কানপুর এনকাউন্টার : বিকাশ দুবের উপর পুরস্কারমূল্য ২.৫ লক্ষ টাকা

কানপুর, ৬ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কানপুরে ৮ জন পুলিশ কর্মী হত্যা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কুখ্যাত অপরাধী হিস্ট্রি শিটার বিবেক দুবে-র উপর পুরস্কারমূল্য বাড়িয়ে দিল উত্তর প্রদেশ পুলিশ। কুখ্যাত অপরাধী বিবেক দুবে সম্পর্কে তথ্যপ্রদানকারীর পুরস্কারমূল্য ২.৫ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সোমবার উত্তর প্রদেশ ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ-এর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, হিস্ট্রি শিটার বিবেক দুবে সম্পর্কে কেউ যদি তথ্য প্রদান করেন, তাঁকে ২.৫ লক্ষ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে।

বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে সোমবার সকাল, এখনও নিখোঁজ বিবেক। বৃহস্পতিবার রাতে কানপুরের বিকারু গ্রামে পুলিশের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর থেকেই একেবারে বেপাত্তা বিকাশ ও তার দলবল। ওই ঘটনায় এক ডেপুটি পুলিশ সুপার, তিন সাব-ইনস্পেক্টর, চার কনস্টেবল-সহ আট পুলিশকর্মীকে ঠান্ডা মাথায় খুনের অভিযোগ রয়েছে বিকাশের বিরুদ্ধে। বিকাশকে পাকড়াও করতে নামানো হয়েছে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। অভিযান চালাচ্ছে ২৫টিরও বেশি পুলিশের দল। ইতিমধ্যেই একশোরও বেশি জায়গা তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশ জুড়ে তল্লাশি তো চলছেই, বিকাশের খোঁজে নেপাল সীমান্তেও পৌঁছে গিয়েছে পুলিশ। অভিযান চালানো হচ্ছে অন্য রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকাতেও। ঘেঁটে দেখা হয়েছে পাঁচশোরও বেশি মোবাইলের তথ্য। অবশেষে ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে বিকাশের সম্পর্কে তথ্যপ্রদানকারীর পুরস্কারমূল্য ২.৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। বিকাশের বিরুদ্ধে ৬০টিরও বেশি অপরাধমূলক মামলা ঝুলছে। খুন, অপহরণ, দাঙ্গা বাধানো সবেতেই জড়িয়েছে তার নাম।

পুর নিগমের সাফাই কর্মীদের মধ্যে ছাতা ও মাস্ক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। টাউন বড়দোয়ালীর মন্ডলের উদ্যোগে সোমবার আগরতলায় উজ্জয়ন্ত প্রসাদে আগরতলা পুর নিগমের সাফাই কর্মীদের মধ্যে ছাতা ও মাস্ক বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ডলের নেতৃবৃন্দ বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাফাই কর্মীরা আগরতলা শহর এলাকাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখেছেন। তাদের এই ধরনের সেবামূলক কাজকর্মের প্রতি সহমর্মিতা দেখানোর জন্যই তাদের হাতে ছাতা ও মাস্ক তুলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

রামপুর স্কুলে স্বাস্থ্য শিবির

নজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। আয়ুষ অ্যামপ্লয়িজ অ্যাসিয়েশনের উদ্যোগে সোমবার রামনগর ১৪ জন বুথে রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। ভারত কেশরী শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির ১২০ জন্মদিবস উপলক্ষ্যে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পাপিয়া দত্ত বলেন, আয়ুষ অ্যাম্পয়িজ অ্যাসোশিয়েশন এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে দীর্ঘ দিন ধরেই যুক্ত রয়েছে। তাদের সমাজ সেবামূলক কাজ কর্মের ভুয়শী প্রশংসা করেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৫০ জনের, পাকিস্তানে করোনায় মৃত বেড়ে ৪,৭৬২

ইসলামাবাদ, ৬ জুলাই (হি.স.): পাকিস্তানে রোজই বেড়ে চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। বাড়ছে মৃত্যুও। এই পরিস্থিতিতে সোমবার সকাল দশটা পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৩১ হাজারে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৮১,৯৬৩ জন, সিন্ধু প্রদেশে ৯৪,৫২৮ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ২৮,১১৬, বালোচিস্তানে ১০,৮১৪, গিলগিট-বালতিস্তানে ১,৫৬১, আজাদ কাশ্মীরে ১,৩৪২। ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।